তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৪৬

**খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমেই শিক্ষা পূর্ণতা পায়**

**- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা পূর্ণতা পায় না। এর সঙ্গে প্রয়োজন খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চার সমন্বয় ঘটানো। আর এর মাধ্যমেই একজন শিক্ষার্থী পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর নটরডেম কলেজ প্রাঙ্গণে নটরডেম নাট্যদল আয়োজিত ‘10th Notre Dame Carnival: The Rejuvenation 2020’ শীর্ষক নাট্যোৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

নটরডেম কলেজের অধ্যক্ষ ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও সি এসসি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন নাট্যজন ড. ইনামুল হক ও সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আজিজ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাট্যজন ঝুনা চৌধুরী। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নটরডেম নাট্যদলের প্রতিষ্ঠাতা ও দৈনিক অধিকার এর সম্পাদক মোঃ তাজবীর হোসাইন এবং নাট্যোৎসব পরিচালনা পরিষদের সভাপতি সায়ন্ত সরকার। স্বাগত বক্তৃতা করেন নটরডেম নাট্যদলের মডারেটর মোঃ আক্তারুজ্জামান।

পরে প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা প্লাজায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ আর্টিস্ট গ্রুপের আয়োজনে ৫১ জন চিত্রশিল্পীর বাছাইকৃত শিল্পকর্ম নিয়ে মুক্তির দূত-২ শীর্ষক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

#

ফয়সল/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/২১৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬২৮

**বাংলাদেশ সফরে আসছেন ইউনিডো মহাপরিচালক**

ঢাকা,৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

বাংলাদেশ সফরে আসছেন জাতিসংঘের শিল্প উন্নয়ন সংস্থার (ইউনিডো) মহাপরিচালক LI Yong। তিনি আগামী ৩-৫ মার্চ বাংলাদেশ সফর করবেন। বাংলাদেশ মিশন, ভিয়েনা এবং ইউনিডো ঢাকা কার্যালয় এটি নিশ্চিত করেছে।

বাংলাদেশ সফরে লি ইয়ং পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন। ইউনিডো’র কর্মসূচি, অংশীদারিত্ব ও মাঠ অঙ্গীভূতকরণ বিভাগের পরিচালক Zou Ciyong, কৃষিভিত্তিক ব্যবসা বিভাগের পরিচালক TEZERA Dejene, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রোগ্রাম অফিসার Prakash Mishra এবং ইউনিডো’র বাংলাদেশ কান্ট্রি প্রধান Zaki Uz Zaman প্রতিনিধিদলে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

আগামী ৩ মার্চ সকালে তাঁর ঢাকায় পৌঁছার কথা। মুজিববর্ষ উপলক্ষে তিনি বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করবেন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে সফরসূচি শুরু করবেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ করার কথা রয়েছে। এছাড়া, তিনি শিল্প, পররাষ্ট্র, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, অর্থ, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রীর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হবেন। তিনি টেক্সটাইল, শিপবিল্ডিং, ফার্মাসিউটিক্যাল-সহ বাংলাদেশের উদীয়মান শিল্পখাত সম্পর্কে সরেজমিনে ধারনা নেবেন। এছাড়া তিনি বিএসটিআই পরিদর্শন করবেন এবং প্রতিষ্ঠানের মেট্রোল্যাব ফ্যাসিলিটি ঘুরে দেখবেন।

সফরকালে তিনি ফেডারেশন অভ্ চেম্বার অভ্ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) আয়োজিত ‘বাংলাদেশের শিল্পখাত এবং জনশক্তির ওপর চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাব’ শীর্ষক কী-নোট বক্তব্য উপস্থাপন করবেন।

ইউনিডো’র মহাপরিচালক ৬ মার্চ ভোরে ভিয়েনার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগের কর্মসূচি রয়েছে।

#

জলিল/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬২৫

**জুন মাস থেকে ভূমি সেবা দানকারী সকল সংস্থা একই ছাদের নিচে**

ঢাকা,৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

ভূমি মন্ত্রণালয়ের সেবা দানকারী সকল দপ্তর ও সংস্থাকে একই ছাদের নিচে এনে জনগণকে ‘এক জায়গায় সকল সেবা’ (One Stop Service) প্রদানের জন্য ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় নির্মাণাধীন ‘ভূমি ভবন কমপ্লেক্স’ এ বছরের জুন মাস থেকে দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে।

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীকে তেজগাঁওয়ে ‘ভূমি ভবন কমপ্লেক্স’ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক আজ এ তথ্য জানান।

এ সময় মুজিববর্ষ উপলক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ভূমি সংস্কারক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ভূমি ভবনে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপনের ঘোষণা দেন ভূমিমন্ত্রী।

‘ওয়ান স্টপ সার্ভিস’ কার্যক্রম পরিচালনা করলে 'ভূমি সেবা হচ্ছে ডিজিটাল, বদলে যাচ্ছে দিনকাল' এ প্রতিপাদ্যে চলমান ডিজিটাল ভূমি সেবা কার্যক্রম আরো বেগবান হবে বলে মনে করেন ভূমিমন্ত্রী।

২০ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট প্রায় ১০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন ২টি বেজমেন্ট-সহ ১৩ তলা ভূমি ভবন কমপ্লেক্সে ৩১ হাজার বর্গ মিটারের বেশি স্থান সংকুলান হবে। এতে ১৫০টি গাড়ি পার্কিংয়ের সুবিধাও থাকবে। এ ভবনে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড ইত্যাদি অফিস ছাড়াও ফুড ক্যাফে, প্রার্থনা স্থান, ব্যাংক ও বুথ ইত্যাদি স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

ভূমিমন্ত্রীর ‘ভূমি ভবন কমপ্লেক্স’ নির্মাণ অগ্রগতি পরিদর্শনের সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ তসলীমুল ইসলাম, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মোঃ আবদুল হক-সহ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান।

উল্লেখ্য, গণপূর্ত অধিদপ্তর ও ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের যৌথ তত্ত্বাবধানে ‘ভূমি ভবন কমপ্লেক্স’ নির্মিত হচ্ছে।

#

নাহিয়ান/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৮২৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬২৪

**মুজিববর্ষে এক লাখ নতুন নারী উদ্যোক্তা তৈরি করা হবে**

**- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

মুজিববর্ষকে সামনে রেখে দেশজুড়ে নেয়া হয়েছে বিভিন্ন উদ্যোগ। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এক লাখ নতুন নারী উদ্যোক্তা তৈরি করবে।

‘জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ’ শীর্ষক ঢাকা বিভাগের শ্রেষ্ঠ জয়িতা (সফল নারী)দের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা জানান মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা। আজ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তার ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পারভীন আকতার।

সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই প্রথম নারী মুক্তি ও নারী-পুরুষের সমতার কথা ভেবেছেন। এর প্রতিফলন দেখা যায় বাহাত্তরের সংবিধানে। যেখানে অর্থনৈতিক মুক্তির পাশাপাশি নারী-পুরুষের সমতার কথাও বলা আছে। বাল্যবিবাহ নারী অগ্রগতির পথে বাধা। এটি শুধু আমাদের দেশের জন্যই জন্য বিশ্বের অনেক দেশেই এই সমস্যা রয়েছে।

প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদ্দেশে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘মুজিববর্ষে বাল্যবিবাহ রোধে মহাপরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বাল্যবিবাহ রোধে আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি। সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে যাতে বাংলাদেশকে বাল্যবিবাহ মুক্ত করা যায় সেই লক্ষ্যে সকলকে কাজ করতে হবে।’

অনুষ্ঠানে পাঁচটি ক্যাটেগরিতে ঢাকা বিভাগের শ্রেষ্ঠ জয়িতাদের সম্মাননা জানানো হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী হিসেবে গোপালগঞ্জের ফেরদৌসী আক্তার, শিক্ষা ও চাকুরী ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী হিসেবে ঢাকার আখতারী বেগম, সফল জননী হিসেবে মানিকগঞ্জের রেখা রানী ঘোষ, নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যোমে জীবন শুরু করেছেন ক্যাটেগরিতে ঢাকার অরনিকা মেহেরিন ঋতু এবং সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদানের জন্য ঢাকার ভেলরী এন টেইলরকে সম্মাননা জানানো হয়।

#

আলমগীর/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬২৩

**পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু চত্বরের প্রস্তাবিত স্থান পরিদর্শন করলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে পূর্বাচল শহরে নির্মিতব্য বঙ্গবন্ধু চত্বরের প্রস্তাবিত স্থান পরিদর্শন করেছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ।

আজ রাজধানীর পূর্বাচল প্রকল্পের সেক্টর ৪ ও ৫ এর সংযোগস্থলে প্রস্তাবিত এ স্থান পরিদর্শন করেন প্রতিমন্ত্রী।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোঃ সাঈদ নূর আলম, গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আশরাফুল আলম, স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রধান স্থপতি আ স ম আমিনুর রহমান, রাজউকের সদস্য ও প্রধান প্রকৌশলীবৃন্দ এ সময় প্রতিমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনকালে প্রতিমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর চত্বর নির্মাণের সর্বশেষ অগ্রগতির খোঁজ-খবর নেন এবং এটি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন।

পরে প্রতিমন্ত্রী পূর্বাচল প্রকল্পের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন এবং প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতির বিষয়ে খোঁজ-খবর নেন। এরপর প্রতিমন্ত্রী রাজউক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নিকুঞ্জ-১ লেকের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

#

ইফতেখার/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৬১৪

**একুশে পদক ২০২০ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘একুশে পদক ২০২০’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“ফেব্রুয়ারি মাস আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনের মাস, বাঙালির প্রাণের ভাষা- বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার মাস। দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা অর্জনের আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদের রক্তের অক্ষরে লেখা হয় ‘আমার মাতৃভাষায় কথা বলতে চাই’। এই ভাষার মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে আত্মাহুতিদানকারী বীর শহিদ রফিক, শফিক, জব্বার, বরকত, শফিউদ্দীন, সালামসহ ভাষা শহিদদের। আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ভাষা সৈনিকদের।

একুশ আমাদের অমিত প্রেরণার উৎস। একুশ মানেই মাথা নত না করা, একুশ মানেই একাত্তরের দিকে অনন্ত অভিযাত্রা, ভাষাভিত্তিক-ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা। একুশের চেতনায় আমরা মুক্তিযুদ্ধসহ সকল আন্দোলন-সংগ্রামে এগিয়ে গিয়ে বিজয়ী হয়েছি। আমরা আন্তর্জাতিক প্রাঙ্গণে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছি। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন শুধু বাঙালিকে নয়, সমগ্র মানবজাতিকে মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে থাকে। আমরা বিশ্বের সকল ভাষা সংক্রান্ত গবেষণা ও ভাষা সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি। সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলনে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

মহান একুশের চেতনা ‍ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে ধারণ করে আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়ন বিস্ময়। সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলনে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই মন ও মননের প্রকাশ এবং সুচিন্তন কর্মকে সাধুবাদ জানিয়ে সকল সহযোগিতা করে থাকে। মুক্তবুদ্ধির চর্চা, স্বাধীন মত প্রকাশ এবং শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার জন্য বর্তমানে দেশে অত্যন্ত সুন্দর ও আন্তরিক পরিবেশ বিরাজ করছে। আমি একুশে পদক ২০২০ প্রাপ্তদের আন্তরিক অভিবাদন জানাচ্ছি এবং পদকপ্রাপ্তদের স্ব স্ব অবস্থানে থেকে দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য নিবেদিত চিত্তে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি প্রত্যাশা করি, আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবো।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/জুলফিকার/শামীম/১১.০১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৬১৩

**একুশে পদক ২০২০ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ‘একুশে পদক ২০২০’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ‘একুশে পদক ২০২০’ প্রাপ্ত গুণীজনদের আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। মুজিববর্ষের প্রাক্কালে এবারের একুশে পদক প্রদানের এ আয়োজন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

স্বাধীনতা বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ রোপিত হয়েছিল। আমি ৫২’র মহান ভাষা আন্দোলনসহ আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ সংগ্রামে অমর শহিদদের স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্ৰদ্ধা।

একুশকে জাতীয় স্মারকে পরিণত করার লক্ষ্যে দেশের যে সকল কৃতী সন্তান তাঁদের মনন ও মেধার সমন্বয়ে আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও উন্নয়নের নানা অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি হিসেবে প্রদান করা হয় একুশে পদক। প্রতি বছরের মতো এবারও যাঁরা এই সম্মান পেলেন তাঁরা নিঃসন্দেহে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাঁদের সম্মানিত করার মধ্য দিয়ে দেশে মেধা ও মনন চর্চার ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারিত হবে বলে আমি মনে করি।

বায়ান্ন’র ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে এ দেশের ছাত্র ও তরুণসমাজ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁরা সেদিন দিকনির্দেশনা পেয়েছেন সমাজের বুদ্ধিজীবী ও মুক্তমনা অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে। এ বছর যাঁরা একুশে পদক পেলেন তাঁরাও সেই চেতনা বর্তমান তরুণ প্রজন্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। আমি তাঁদের সৃষ্টিশীল অবদানের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি। আগামীতে এসব আলোকিত গুণীজন নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে আরো উৎকর্ষের স্বাক্ষর রাখবেন - এ প্রত্যাশা করি।

আমি ‘একুশে পদক ২০২০’ প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

হাসান/অনসূয়া/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১১.০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬১০

**স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য**

সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া

ঢাকা, ৫ ফাল্গুন (১৮ ফেব্রুয়ারি) :

সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়টি স্ক্রল আকারে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূল বার্তা :**

‘মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বছরব্যাপী অনুষ্ঠানমালার অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মকান্ড ভিত্তিক বিভিন্ন প্রদর্শনী, বঙ্গবন্ধুর জীবনী আলোচনা, কবিতা পাঠ, শিশুদের চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে’।

#

বিবেকানন্দ/অনসূয়া/জসীম/শামীম/২০২০/১৫১৫ ঘণ্টা

Handout Number: 608

**State Minister for Foreign Affairs of Qatar meets Foreign Minister**

Dhaka, 17 February:

A five-member delegation led by State Minister for Foreign Affairs of Qatar Soltan bin Saad Al-Muraikhi met Foreign Minister Dr. A. K. Abdul Momen at his office today.

Dr. Momen mentioned that Bangladesh has a big pool of IT professionals as well as a good number of event management firms, whom the government of Qatar can employ in their workplaces as well as during the Qatar FIFA 2022. Foreign Minister suggested the Qatar side for employing more professional workers in their different economic sectors. The Qatari Foreign Minister mentioned that FIFA 2022 is a mega event for Qatar for which Qatar requires support from foreign countries.

Foreign Minister said that the government has undertaken befitting programmes to celebrate the birth centenary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman through March 2020 to March 2021. Bangladesh will also celebrate the golden jubilee of fifty years of anniversary of independence of Bangladesh in March 2021, he added.

Dr. Momen also said, ‘the government of Prime Minister Sheikh Hasina is working for poverty alleviation. During the last decade poverty has been drastically reduced. Bangladesh has registered remarkable economic growth’ He also particularly sought continued support from Qatar on Rohingya crisis for their early repatriations of Rohingya people to their homeland in safe and secured manner.

Minister of Qatar conveyed the regards of Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, Foreign Minister of Qatar to the Foreign Minister Dr. Momen. Qatari State Minister assured that Qatar would be happy to employ skilled Bangladeshi workers in befitting areas. Bangladeshi workers are playing very important role in their workplaces in Qatar, he added. He informed that the Foreign Office Consultations would continue to review the progress of the ongoing cooperation and follow up.

Both leaders agreed to maintain cooperation for the mutual benefit of the peoples of Bangladesh and Qatar.

#

Tohidul/Mahmud/Mosharaf/Abbas/2020/2048 Hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬০১

**আইসিটি বিভাগে প্রথম পেপারলেস সভা অনুষ্ঠিত**

**ঢাকা, ৪** ফাল্গুন (১৭ ফেব্রুয়ারি) :

ভাষা আন্দোলনের মাসে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে বিভাগের সভাকক্ষে আজ দেশে উন্নয়নকৃত বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট জি আর পি সফটওয়্যারের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় পেপারলেস সভা অনুষ্ঠিত হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদের সভাপতিত্বে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং বিভাগের অধীন বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভায় মুজিববর্ষ ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহীত সকল কার্যক্রম অব‍্যাহত রাখা, শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার দ্রুত বাস্তবায়ন করা ইত‍্যাদি-সহ আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রতিমন্ত্রী পরবর্তী সকল সভা ২০২০ সালের মধ্যে লেসপেপার ও ২০২১ সালের মধ্যে পেপারলেস করার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উপস্থিত কর্মকর্তাদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন।

উক্ত প্রথম পেপারলেস সভায় আইসিটি বিভাগের অধীন সকল সংস্থাসমূহের প্রধান এবং বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালকরা উপস্থিত ছিলেন।

#

শহিদুল/ইসরাত/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৮৪৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৫৯৬

**‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২০’-এর জন্য ১৯১ আবেদন জমা**

ঢাকা, ৪ ফাল্গুন (১৭ ফেব্রুয়ারি) :

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রবর্তিত ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২০’-এর জন্য ৭ ক্যাটাগরিতে ১৯১টি আবেদন মন্ত্রণালয়ে জমা পড়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বৃহৎ শিল্পে ৭১, মাঝারি শিল্পে ৪৭, ক্ষুদ্র শিল্পে ২৫, মাইক্রো শিল্পে ২১, হাইটেক শিল্পে ৬, কুটির শিল্পে ৮ এবং হস্ত ও কারু শিল্পে ১৩টি আবেদন। ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান বিজয়ীদের মাঝে মোট ২১টি পুরস্কার প্রদান করা হবে।

আজ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সংক্রান্ত এক সভায় এ তথ্য জানানো হয়। শিল্পসচিব  
মোঃ আবদুল হালিম এতে সভাপতিত্ব করেন। সভায় পুরস্কার প্রদানে সার্বিক সহযোগিতার জন্য কয়েকটি   
উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

#

মাসুম/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১৪৩৩ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৫৮৩

**গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নবনিযুক্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদের যোগদান**

ঢাকা, ৩ ফাল্গুন (১৬ ফেব্রুয়ারি) :

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে নবনিযুক্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ আজ তাঁর মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেছেন।

পরে প্রতিমন্ত্রী সচিবালয়স্থ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর সংস্থা প্রধানগণ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এ সময় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার তাকে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্যকালে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার কর্মকর্তাদের উদ্দেশে গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশনা সবাইকে বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে হবে। সরকারি কর্মকর্তাদের আন্তরিক সহযোগিতায় দেশকে উচ্চতর স্থানে নিয়ে যেতে হবে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকারের বিশাল কর্মযজ্ঞ গুণগত মান রক্ষা করে এবং নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করতে সবাইকে কাজ করতে হবে।’ এ সময় তিনি মুজিববর্ষ উপলক্ষে গণপূর্ত মন্ত্রণালয় গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির খোঁজখবর নেন।

শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ-সহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থা প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

ইফতেখার/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৭৫৬ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৫৬৯

**জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়াই হবে মুজিববর্ষের অঙ্গীকার**

**-- কৃষিমন্ত্রী**

জামালপুর, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে মুজিববর্ষের কর্মসূচি শুধু দেশের অভ্যন্তরে নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়াই হবে মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার।

আজ জামালপুরে জেলা স্কুল মাঠে আয়োজিত মুজিববর্ষ উপলক্ষে জনসভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু সারাটা জীবন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছেন। শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছেন। ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেছেন।

জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ্ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ মুরাদ হাসান প্রমুখ।

#

গিয়াস/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭৫৫ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৫৬৭

**মুজিববর্ষকে বিদ্যুৎ বিভাগের সেবা বর্ষ ঘোষণা**

ঢাকা, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী সেবা দিতে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের জেনারেল ম্যানেজারদেরকে আন্তরিকভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মুজিববর্ষকে বিদ্যুৎ বিভাগ সেবা বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে। প্রতিদিন এক ঘণ্টা বেশি কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং দক্ষ জনসম্পদ গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) এর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সবিহ উদ্দিন হলে ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে আরইবির জেনারেল ম্যানেজার সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

নসরুল হামিদ বলেন, জুন ২০২০ এর মধ্যে গ্রিড এলাকায় এবং ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে অফগ্রিড এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন করা হবে। এসব উদ্যোগের সাথে আরইবির জেনারেল ম্যানেজারদের সম্পৃক্ত থেকে নিজেদের সর্বোচ্চ অবদান রাখতে হবে। তিনি বলেন, গ্রাহকরা এখন মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ চায়। ট্রিপ বা শাট ডাউন শুনতে চায় না। আরইবির গ্রাহকরা গড়ে ৯৮ কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ ব্যবহার করে যা দ্রুততার সাথে ১০০০ কিলোওয়াট-ঘণ্টায় উন্নীত করার উদ্যোগ নিতে হবে।

জেনারেল ম্যানেজার সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) এর চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অব.) ও পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসেন বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৫৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্লাস্টিক বর্জ্য মুক্ত ভালোবাসার ক্যাম্পাস অনুষ্ঠানে পরিবেশ মন্ত্রীর আহ্বান

**আসুন সবাই প্লাস্টিক বর্জন করি**

ঢাকা, ১ ফাল্গুন (১৪ ফেব্রুয়ারি) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, পরিবেশ দূষণের অন্যতম উপাদান হলো প্লাস্টিক। প্লাস্টিক ও পলিথিন বাযু, মাটি ও পানি দূষণ-সহ সার্বিক পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্লাস্টিক মানুষের শরীরে অনেক মরণ ব্যাধির পাশাপাশি ক্যান্সারের জন্য দায়ী। প্লাস্টিক, পলিথিন-সহ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পদার্থ বর্জন করার মাধ্যমে বাসযোগ্য স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার জন্য তিনি সকলকে আহবান জানান।

মন্ত্রী আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্জন হল ক্যাম্পাসে প্রাণিবিদ্যা বিভাগের নেচার কনজারভেশন ক্লাব ও পরিবেশ অধিদপ্তরের আয়োজনে ‘প্লাস্টিক বর্জ্য মুক্ত ভালবাসার ক্যাম্পাস ২০২০' শীর্ষক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহবান জানান। ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মোঃ আকতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ ইমদাদুল হক, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ.কে.এম গোলাম রব্বানী, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. এ,কে,এম রফিক আহাম্মদ, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক হুমায়ুন রেজা খান ।

পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর প্লাস্টিক ও পলিথিন সরকারিভাবে নিষিদ্ধকরণ এবং আইন প্রয়োগই যথেষ্ট নয়। ক্ষতিকর দিকটি অনুধাবন করে জনগণকেই এটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বর্জন করতে হবে। বর্জ্য প্লাস্টিক সাড়ে চারশ বছর পর্যন্ত নস্ট হতে সময় লাগে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ওয়ান টাইম কাপ-গ্লাস, চামচ, বোতলজাত পানি, খাবারের প্লাস্টিকের মোড়ক, স্ট্র, পলিথিন ব্যাগসহ যাবতীয় এক বার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের বিকল্প খুঁজে বের করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গবেষণা করতে হবে । তিনি এসময় দূষণের কারণে সংকটাপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীদের রক্ষায় করণীয় বিষয়েও গবেষণা করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি আহ্বান জানান ।

সার্বিক ক্ষতিকর দিক বিবেচনা করে সরকার আইন করে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পলিথিনের শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ করেছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, পরিবেশ দূষণ রোধে সরকারের আইন প্রয়োগ অব্যাহত রয়েছে, গত দুই বছরে পরিবেশ দূষণের দায়ে এক হাজার ৬৯৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম গ্রহণ করে ২০ কোটি ২২ লাখ টাকা আদায় করা হয়েছে। অপরদিকে একই সময়ে পরিবেশগত বিভিন্ন অপরাধ ,অবৈধ পলিথিন, ইটভাটাসহ পরিবেশ দূষকদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ১৬ কোটি ৩৮ লাখ টাকা জরিমানা ছাড়াও ৪৬৫ টি অবৈধ ইটভাটা সম্পূর্ণ বা আংশিক ধ্বংস এবং ৩৮৭ মেট্রিক টন নিষিদ্ধ পলিথিন, পলিথিন দানা ও কাঁচামাল জব্দ করা হয়েছে। তিনি বলেন, সরকার পরিবেশ সুরক্ষায় আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সরকার বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমও জোরদার করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ, ‘মুজিববর্ষ’ পালনের অংশ হিসেবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সারাদেশে শতলক্ষ গাছের চারা রোপন করবে।

'প্লাস্টিক বর্জ্য মুক্ত ভালোবাসার ক্যাম্পাস ২০২০' কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ‘ক্যাম্পাস পরিচ্ছন্ন রাখার প্রত্যয় ঘোষণা করে শপথ গ্রহণ’ করে। পরবর্তীতে পরিবেশ মন্ত্রী ক্যাম্পাস পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

#

দীপংকর/মাহমুদ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৫৬

**মুজিববর্ষকে সামনে রেখে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে**

**-- শ্রম প্রতিমন্ত্রী**

খুলনা, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি) :

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় সবাইকে নিয়ে জাতির পিতার জন্মশত বাষির্কী ও মুজিববর্ষ পালন করতে চায় সরকার। মুজিববর্ষকে সামনে রেখে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

আজ খুলনার দৌলতপুরে এ্যাডামস মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বাষির্কী ও মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে শিক্ষক, বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী সংগঠন ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

           প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার আদর্শকে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। তাঁর আদর্শ ধারণ করে সকলকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির জন্য সারা জীবন কাজ করে গেছেন। বঙ্গবন্ধু শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে প্রত্যেকটি জনগণকে এক সাথে কাজ করার আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী।

            দৌলতপুর সরকারি বিএল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক কে এম আলমগীর হোসেনের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় অন্যান্যের মধ্যে  বিজেএর সভাপতি ও দৌলতপুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ সৈয়দ আলী, সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম বন্দ, দৌলতপুর মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আব্দুল লতিফ, শহীদ জিয়া কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শেখ বদরুল আলম, দৌলতপুর সরকারি মুহসিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ শহিদুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার, মুক্তিযোদ্ধা নূর ইসলাম বন্দ, শেখ মোশাররফ হোসেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সভায় শিক্ষক, বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী সংগঠন ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের শতাধিক  প্রতিনিধি অংশ নেন।

#

আকতারুল/ইসরাত/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৪৯

**কোস্ট গার্ড দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

**ঢাকা, ৩০** মাঘ **(১৩ ফেব্রুয়ারি) :**

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর ২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও কোস্ট গার্ড দিবস ২০২০উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

‘‘বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড প্রতিষ্ঠার রজতজয়ন্তী ও ‘কোস্ট গার্ড দিবস-২০২০’ উপলক্ষে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দেশের সমুদ্রচারী ও উপকূলীয় জনগণের কাছে একটি পরিচিত নাম হয়ে উঠেছে। দেশের জলসীমা ও উপকূলীয় অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান, চোরাচালান ও মানবপাচার প্রতিরোধ, মাদকের বিস্তার রোধ-সহ সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষায় এ বাহিনী সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। চট্টগ্রাম বহিঃনোঙ্গরে কোস্ট গার্ডের ক্রমাগত তৎপরতার ফলে বিগত বছরে চুরির ঘটনা শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে, যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে চট্টগ্রাম বন্দরের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছে। মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অনুসরণ করে এ বাহিনী বিপুল পরিমাণ অবৈধ মাদক দ্রব্য আটক করেছে। দেশের জাতীয় সম্পদ ইলিশ সংরক্ষণেও কোস্ট গার্ড গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। একটি বাহিনীর উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো ক্রমাগত প্রশিক্ষণ, দক্ষতা, পেশাদারিত্ব, দেশপ্রেম এবং নেতৃত্বের প্রতি অনুগত থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালন। আমি আশা করি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সদস্যগণ মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করে কোস্ট গার্ডের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করতে সদা তৎপর থাকবে।

বর্তমান সরকার কোস্ট গার্ডের আধুনিকায়নে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে কোস্ট গার্ডকে একটি আধুনিক দ্বিমাত্রিক বাহিনী হিসাবে গড়ে তুলতে এ বাহিনীর যান্ত্রিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড তার বিশেষায়িত ক্ষেত্রসমূহে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ‘ব্লু-ইকোনমি’ সংক্রান্ত কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়ার মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যাবে - মুজিব বর্ষের প্রাক্কালে এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।’’

#

ইমরান/মাহমুদ/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৯০৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৩৬

**বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা, ৩০** মাঘ **(১৩ ফেব্রুয়ারি) :**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলদিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাংলাদেশে ১৪ ফেব্রুয়ারি ‘বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলদিবস ২০২০’ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাংবাদিকদের সখ্যতা ছিল আজীবন। জাতির পিতা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা এবং মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলআইন প্রণয়ন করেন। আওয়ামী লীগ সরকার সংবাদপত্রকে ‘সেবা শিল্প খাত’ হিসেবে ঘোষণা করেছে। আমরা সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা পেশাকে নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। সারাদেশে প্রতিদিন ১২৭০টি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৩০টি বেসরকারি টেলিভিশন, ২৩টি এফএম রেডিও, ১৮টি কমিউনিটি রেডিও, অসংখ্য অনলাইন সংবাদপত্র ও নিউজ পোর্টাল চালু রয়েছে এবং আরো অনেকগুলোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আমরা ‘সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট’ গঠন করেছি। সাংবাদিক সহায়তা ভাতা-অনুদান নীতিমালার আওতায় সাংবাদিকদের অনুদান দেওয়া হচ্ছে। সাংবাদিকদের পেশাগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় প্রেসক্লাবে ৩১তলাবিশিষ্ট বঙ্গবন্ধু মিডিয়া ভবনের কাজ শুরু হচ্ছে। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলসহ গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী ও গতিশীল করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রেস কাউন্সিল সাংবাদিকদের জন্য অনলাইন ডাটাবেইস তৈরি ও প্রেসক্লাবসমূহে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপনের নীতিমালা গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলদিবস উপলক্ষে বস্তুনিষ্ঠ, অনুসন্ধানী ও সৎ সাংবাদিকতায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সাংবাদিকদের ‘বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলপদক’ প্রদানের এ উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি। পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। বর্তমান সরকারের আমলে তথ্য অধিকার আইন পাশের মাধ্যমৈ দেশে অবাধ তথ্য-প্রবাহের যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সাংবাদিকদের ভূমিকা রাখতে হবে।

আমরা রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। আমি আশা করি, এ লক্ষ্য অর্জনে এবং জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সাংবাদিকরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন ।

আমি বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলদিবস ২০২০ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/অনসূয়া/জুলফিকার/*আসমা/২০২০/১১৩৫ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৩৪

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতি সম্পন্নের পথে**

**--- ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী**

ঢাকা, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে আয়োজনের সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

আজ ঢাকায় জাতীয় প্যারেড স্কয়ার সংলগ্ন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ‘ঘাঁটি বাশার’এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন সংক্রান্ত সমন্বয় সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা জানান।

সভায় জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্যান্ডেল স্থাপন, সকল পর্যায়ের অতিথি ও দর্শকবৃন্দের আসন ব্যবস্থা, অতিথি ও দর্শকবৃন্দের অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশের ব্যবস্থাপনা, গাড়ি পার্কিং, অনুষ্ঠান পরিবেশনা, স্বেচ্ছসেবক নিয়োগ, অনুষ্ঠান সম্প্রচার এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও দপ্তরের প্রতিনিধিরা তাঁদের গৃহীত পদক্ষেপের অগ্রগতি তুলে ধরেন।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, এমপি; সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ মাহফুজুর রহমান; এয়ার ভাইস মার্শাল মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম; গৃহায়ন ও গণপূর্ত সচিব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার; তথ্য সচিব কামরুন নাহার; স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ) এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মজিবুর রহমান; র‌্যাব ফোর্সেস এর মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদ; পুলিশ সদর দপ্তরের অতিরিক্ত আইজি (প্রশাসন) মোঃ মইনুর রহমান চৌধুরী; বিটিভি মহাপরিচালক এস এম হারুন-অর-রশীদ; গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আশরাফুল আলম; প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) মোঃ খলিলুর রহমান এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ।

#

লিপি/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৫২৪

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন** **উপলক্ষে ১৭ মার্চ দেশের সকল ভবনে**

**জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে**

ঢাকা, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আগামী ১৭ মার্চ সারাদেশে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে।

সম্প্রতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

#

অনসূয়া/জুলফিকার/জসীম/কুতুব/২০২০/১৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫২৩

**বিশ্ব বেতার দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা, ২**৯ মাঘ **(১২ ফেব্রুয়ারি) :**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব বেতার দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাংলাদেশ বেতারের উদ্যোগে 'Radio and Diversity' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিবারের মতো এ বছরও ‘বিশ্ব বেতার দিবস-২০২০’ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ ‍উপলক্ষে বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বের শ্রোতা ও সম্প্রচার কর্মীদের আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিশ্বে বেতার এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কার্যকর ও সহজলভ্য গণমাধ্যম। ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বেতার যাত্রার সূচনালগ্ন ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে এ অঞ্চলের মানুষের জীবন মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের মানুষের অধিকার আদায় ও মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম সহযোগী হিসেবে বাংলাদেশ বেতারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মহান মুক্তিযুদ্ধে ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র’ এর অনন্য সাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ বেতার পেয়েছে ‘স্বাধীনতা পদক’ পুরস্কার।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে নিরলস কাজ যাচ্ছে। আমরা ইতোমধ্যে ‘তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এবং ‘জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা-২০১৪’ প্রণয়ন করেছি। গণমাধ্যমের বিকাশ অব্যাহত রাখতে অনেকগুলি বেসরকারি টেলিভিশন, এফএম রেডিও এবং কমিউনিটি রেডিও স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছি। দেশের গণমাধ্যম এখন পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বেতারের উপযোগিতা অনেক। দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা বিস্তার, কৃষি উন্নয়ন, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাসসহ সার্বিক উন্নয়নে বেতারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এছাড়া নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ এখনও বেতারের ওপরই নির্ভরশীল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ২৬-এ মার্চ ২০২১ সময়কে আমরা ‘মুজিববর্ষ’ হিসেবে ঘোষণা করেছি। গোটা বাঙালি জাতির পাশাপাশি ইউনেস্কোর উদ্যোগেও বিশ্বব্যাপী পালিত হবে মুজিববর্ষ। বাংলাদেশ বেতার বর্ষব্যাপী নানা আয়োজনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে এবং সরকারের সার্বিক ‍উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ বেতারের ভূমিকা প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ বেতার দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রজন্মান্তরের সেতুবন্ধন রচনায় নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

আমি আশা করি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে জাতির পিতার আজন্ম লালিত স্বপ্ন সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ বেতার আরো দায়িত্বশীল ও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আমি বিশ্ব বেতার দিবস-২০২০ এর সার্বিক সাফল্য কমনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/জুলফিকার/*আসমা/২০২০/১০৩০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৭

**মুজিববর্ষে জাতির পিতার স্বপ্নপূরণ উদযাপন করবো**

**-- নৌ প্রতিমন্ত্রী**

বোচাগঞ্জ (দিনাজপুর), ২৮ মাঘ (১১ ফেব্রুয়ারি) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী আজ দিনাজপুরের বোচাগঞ্জে হাটরামপুর ডিগ্রি কলেজের নবনির্মিত একাডেমিক ভবন, উপজেলার নয়টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন একাডেমিক ভবন, ভূমি অফিসের দু’টি নতুন ভবন এবং সাতটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের  নবনির্মিত ‘ওয়াশ ব্লক’ উদ্বোধন করেন।

এ উপলক্ষে হাটরামপুর ডিগ্রি কলেজ মাঠে আয়োজিত এক সুধি সমাবেশে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে স্কুল-কলেজে শিক্ষার পরিবেশ রয়েছে। দেশ আজ মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ ছিল বাংলাদেশ বিরোধী দুর্বৃত্তায়ন দমন করা । সে চ্যালেঞ্জে জয়ী হয়েছি। তিনি আরো বলেন, মুজিববর্ষে আমরা যেমন বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন করবো, তেমনি জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণের   
উদ্‌যাপনও করবো।

হাটরামপুর ডিগ্রি কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি মোঃ রবিউল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আফছার আলী, হাটরামপুর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আবু সাঈদ, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকৌশলী এ এস এম শাহিরুল ইসলাম প্রমুখ।

প্রতিমন্ত্রী  পরে  বোচাগঞ্জ উপজেলার পরমেশ্বরপুর সীমান্ত নদীর (টাঙ্গন নদী) সংরক্ষণ কাজের উদ্বোধন করেন।

#

জাহাঙ্গীর/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/*২০২০/১৮০০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৯

প্রত্যেক জীবিত মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা রেকর্ড করা হবে

--- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী

ঢাকা, ২৮ মাঘ (১১ ফেব্রুয়ারি) :

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রত্যেক জীবিত মুক্তিযোদ্ধার বক্তব্য রেকর্ড করা হবে। নয় মাস কীভাবে একজন মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করেছে তার বর্ণনা থাকবে রেকর্ডে।

আজ কুমিল্লা জেলার মেঘনা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স উদ্বোধন শেষে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প হতে প্রায় ১ কোটি ৬১ লাখ টাকা ব্যয়ে এ মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়।

মন্ত্রী বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি-সহ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ করা হচ্ছে যাতে শত শত বছর পরেও পরবর্তী প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে পারে। তিনি আরো বলেন, যে পাকিস্তান আমাদের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছিল সেই পাকিস্তানেও ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের পথে আমাদের অগ্রযাত্রা কেউ রোধ করতে পারবে না।

কুমিল্লা জেলা প্রশাসক আবুল ফজল মীরের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় স্থানীয় প্রশাসন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

#

মারুফ/ইসরাত/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫২০

বাঙালি জাতিসত্তা ও চেতনার উন্মেষ বঙ্গবন্ধুর জন্যই সম্ভব হয়েছে

--- পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা, ২৮ মাঘ (১১ ফেব্রুয়ারি) :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, বাংলার মাটিতে অনেক নেতার জন্ম হয়েছে। কিন্তু বাঙালি জাতিসত্তা ও চেতনার উন্মেষ এবং বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা-সহ সম্মানের আসনে নিয়ে যাওয়া কেবল বঙ্গবন্ধুর নেতেৃত্বের জন্যই সম্ভব হয়েছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, মহানুভবতা শেখার জন্য বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে এবং অনুকরণ করতে হবে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অভ্ বাংলাদেশ আয়োজিত ‘বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা’ শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ এবং নবীন বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতাকালে এসব কথা বলেন।

ড. মোমেন বলেন, ‘আগামী দুই বছর আমাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ। আমরা ‘মুজিববর্ষ’ ও স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদ্যাপন করবো। এ সময় আমরা জাতির পিতার বৈচিত্র্যময় জীবন সম্পর্কে জানবো এবং সকলকে জানাবো। সারা বিশ্বে আমরা বাংলাদেশকে সম্ভাবনাময়ী অর্থনীতি হিসেবে তুলে ধরতে চাই।’

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন, প্রবাসীদের হয়রানি কমাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পদক্ষেপ নিয়েছে। দূতাবাস অ্যাপসের মাধ্যমে ঘরে বসে ৩৪ ধরনের সেবা দেয়া হচ্ছে। প্রত্যেক দূতাবাসে হটলাইন চালু হয়েছে।

#

তৌহিদুল/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২১০০ঘণ্টা

Z\_¨weeiYx b¤^i : ৫০০

**বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করা হলো ৪৫তম আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলা**

ঢাকা, ২৭ মাঘ (১০ ফেব্রুয়ারি) :

২০২১ সালে অনুষ্ঠেয় ৪৫তম আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলা বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে উৎসর্গ করে বাংলাদেশকে থিম কান্ট্রি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলা কর্তৃপক্ষ গতকাল ৪৪তম আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলা ২০২০-এর সমাপনী ও বাংলাদেশ দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ঘোষণা প্রদান করে।

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের স্কুল শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা ও সংসদীয় বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়সহ উভয় দেশের রাজনৈতিক ও সরকারের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে ‘বাংলাদেশ দিবস’ উপলক্ষে বাংলাদেশ উপহাইকমিশন কলকাতার আয়োজনে সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান খান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী, পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ শ্রী গৌতম ভদ্র ও বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এর পরিচালক মিনার মনসুর।

#

ফয়সল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/কুতুব/২০২০/১১০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০৭

**বিদেশিদের কাছে নালিশ করে দেশকে খাটো করবেন না**

**--- বিএনপির প্রতি তথ্যমন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ২৭ মাঘ (১০ ফেব্রুয়ারি) :

বিদেশিদের কাছে নালিশ করে দেশকে খাটো না করতে বিএনপির প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন (চসিক) আয়োজিত মুজিববর্ষ উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত অমর একুশে চট্টগ্রাম বইমেলা ২০২০ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দেশ বহুদূর এগিয়ে যেতে পারতো গত ১১ বছরে, যদি বাংলাদেশে নেতিবাচক রাজনীতি না থাকতো। গতকাল দেখতে পেলাম বিএনপির পক্ষ থেকে বেশ কয়েকজন বিদেশি রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিককে ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচন নিয়ে নালিশ উপস্থাপন করা হয়েছে। ভোট দিল বাংলাদেশের মানুষ, ভোট হল ঢাকা শহরে, যদি কোনো নালিশ থাকে তাহলে ঢাকা শহরের ভোটারদের কাছে নালিশটা দিতে হয়।’

মন্ত্রী বলেন, যদি কোন নালিশ থাকে, তা বাংলাদেশের মানুষের কাছে দিতে হবে। কথায় কথায় বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দেয়া, এতে দেশ ও জাতিকে অপমান করা হয়। তারা ক্রমাগতভাবে যে কোন বিষয়ে বিদেশিদের কাছে ছুটে যায়, এটি দেশ, জাতি এবং ভোটারদেরকে অপমান করার শামিল ছাড়া অন্য কিছু নয়।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, বিএনপির কোন নালিশ থাকলে সেটা নির্বাচন কমিশনে দিতে পারে, সেই নালিশ দেওয়ার জন্য তারা আদালতে যেতে পারে, জনগণ, ভোটারদের কাছে যেতে পারে। সেটি না করে বিদেশি দূতাবাসের কূটনীতিকদের ডেকে নালিশ উপস্থাপন করা, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশি দূতাবাসগুলো বা রাষ্ট্রগুলো যাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে, সেটির পথ তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। এটি কখনো আমাদের জন্য সম্মানজনক নয়, অসম্মানজনক। এই কাজটি ক্রমাগতভাবে বিএনপি করছে।

‘বিএনপিকে আমি অনুরোধ জানাবো, আপনাদের যদি কোন নালিশ থাকে, সেটা জনগণের কাছে উপস্থাপন করুন। দয়া করে ঘরের বিষয় নিয়ে বিদেশিদের কাছে নালিশ উপস্থাপন করে দেশকে খাটো করবেন না’, বলেন ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

ধারাবাহিকভাবে বইমেলা আয়োজনের জন্য চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনকে ধন্যবাদ জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি, গত বছরের তুলনায় এ বছর জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ উপলক্ষে বইমেলার কলেবর বৃদ্ধি করা হয়েছে। ঢাকা থেকে দেড় শতাধিক প্রকাশক এই বইমেলায় অংশগ্রহণ করছে।

মন্ত্রী বলেন, চট্টগ্রাম দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী, প্রধান সমুদ্র বন্দর, প্রধান বাণিজ্য নগরী, বাণিজ্যিক রাজধানী। এই শহরের লোকসংখ্যা বর্তমানে ৭০ লাখের বেশি। এই শহরে এমন একটি বইমেলার বড় অভাব ছিল কয়েক বছর আগেও। বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জায়গায় বইমেলার আয়োজন করা হতো, যেটির অভাব ঘুচিয়েছে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন আয়োজিত এই বইমেলা। আমি বিশ্বাস করি চট্টগ্রামের বই মেলা ধীরে ধীরে ঢাকা বইমেলার পর্যায়ে যাবে।

স্কুলের শিক্ষার্থীদের বইমেলায় নিয়ে এসে বই পাঠে উৎসাহ ও পুরস্কার প্রদানের উদ্যোগ নিতে সিটি করপোরেশনের প্রতি আহ্বান জানান তথ্যমন্ত্রী।

এর আগে বিকেল ৫টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বেলুন ও ফেস্টুন উড়িয়ে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন (চসিক) আয়োজিত এ বইমেলার উদ্বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ। এ সময় পরিবেশন করা হয় জাতীয় সংগীত। বইমেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন চসিকের পতাকা উত্তোলন করেন।

এ সময় চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো সামশুদ্দোহা, চট্টগ্রাম সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদের সভাপতি শাহ আলম নিপু, সাধারণ সম্পাদক জামাল উদ্দিন, কাউন্সিলর নাজমুল হক ডিউক, হাসান মুরাদ বিপ্লব, চসিকের প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা সুমন বড়ুয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরাম/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২১১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৭

ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রীর সঙ্গে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর সাক্ষাৎ

ঢাকা, ২৬ মাঘ (৯ ফেব্রুয়ারি) :

ভারত সফররত সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ আজ কলকাতার হোটেল ওবেরয় গ্র্যান্ডে ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে দেশে-বিদেশে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রীকে অবহিত করেন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকারের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এছাড়া তিনি ‘কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলা ২০২১’ বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গের জন্য মেলা কর্তৃপক্ষ ও ভারত সরকার-সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

নির্মলা সীতারমন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকা-ের তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ জানিয়েছেন। তিনি বর্তমান সরকারের আমলে বঙ্গবন্ধু হত্যাকা-ের সুষ্ঠু বিচার হওযায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানান।

এর আগে প্রতিমন্ত্রী গতকাল বিকালে কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি মিউজিয়ামে (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে) ‘বাংলাদেশ ও রবীন্দ্রনাথ’ শীর্ষক বাংলাদেশ গ্যালারির নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সব্যসাচী বসু রায় চৌধুরী, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বোর্ড অভ্ ট্রাস্টিজ এর চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান খান, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার ও কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে নিযুক্ত উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান উপস্থিত ছিলেন।

#

ফয়সল/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭১

**সমাবেশে খালেদা জিয়ার মুক্তি নয়**

**-তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ মাঘ (৮ ফেব্রুয়ারি) :

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, সমাবেশে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি মিলবে না, বরং বিএনপির সমাবেশ আইন- আদালতের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন ।

আজ রাজধানীতে জাতীয় প্রেসক্লাবের মওলানা আকরাম খাঁ মিলনায়তনে 'জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা'য় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

বেগম জিয়ার মুক্তির দাবিতে বিএনপি'র শনিবারের সমাবেশ প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'দুর্নীতির দায়ে আদালতের বিচারে সাজাপ্রাপ্ত আসামী হিসেবে কেবল আদালতে জামিন বা খালাস পাওয়া ছাড়া বেগম জিয়ার মুক্তির অন্য কোন পথ নেই। সেকারণে, তার মুক্তির জন্য আন্দোলন আইন-আদালতের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন।'

মন্ত্রী এসময় পাকিস্তানের নওয়াজ শরিফ ও ভারতের জয়রাম জয়ললিতার বিচারের উদাহরণ দেন। তিনি বলেন, 'বিপুল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও তাদের গ্রেফতার ও বিচার প্রক্রিয়া নেয়া হয়েছে। জয়ললিতার গ্রেফতার ও মৃত্যুর পর অনেক ভক্ত আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছেন, কিন্তু তার দল কখনো আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমাবেশ বা আন্দোলন করেনি।'

'বিএনপি আগেও মেশিন বিক্রি করেছে'

'বিএনপি'র মেশিন বেচার ইতিহাস রয়েছে' উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিএনপি তাদের আমলে আদমজী পাটকল-সহ দেশের বিভিন্ন কলকারখানা বন্ধ করে সেখানকার মেশিনপত্র কেজি দরে বেচে দিয়েছিল বলেই তাদের নেতা খসরু সাহেব আজ নির্বাচনে হেরে ইভিএমগুলো কেজি দরে বেচার কথা বলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন।'

'মূর্খের মতো কথা না বলার অনুরোধ'

সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্বৃত্ত অর্থ রাষ্ট্রীয় খাতে জমা রাখার বিধানের বিরুদ্ধে বিএনপিনেতা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সমালোচনাকে অযৌক্তিক বলে বর্ণনা করে ড. হাছান বলেছেন, 'কিছু সরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত অর্থ বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকে রাখা হতো, যার হিসাব প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রতিবেদনে সময়ে সময়ে অপ্রদর্শিত থাকায় তা অর্থনীতিতে যুক্তও হতো না। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর খরচ মেটানো ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রেখেই উদ্বৃত্ত অর্থ রাষ্ট্রীয় খাতে জমা রাখা দেশের অর্থনীতির জন্য মঙ্গলের। এবিষয়টি না বুঝে বা বুঝেও মূর্খের মতো সমালোচনা করলে তারা নিজেরা লজ্জা না পেলেও আমরা লজ্জা পাই। এটি না করার অনুরোধ জানাবো।'

সভার শুরুতে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে মন্ত্রী বলেন, 'জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ সমাগত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্ম না হলে ঘুমন্ত বাঙালি  জাগ্রত হতো না, বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না।'

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান বলেন, 'বঙ্গবন্ধু শুধু দেশ স্বাধীনই করেননি, দেশের ভেতরে এক কোটি গৃহহারা ও ভারতে আশ্রিত প্রায় আরো এক কোটি মানুষকে পুনর্বাসিত করেছেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে যাওয়া ধ্বংসস্তুপের ভেতর থেকে দেশের অর্থনীতির ইতিহাসে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি এনে দিয়েছেন। আর তাঁর মৃত্যুর পর দেশ যে দুর্নীতি-দুঃশাসনে পিছিয়ে পড়েছিল, বঙ্গবন্ধুকন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবার বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে দেশকে অদম্য গতিতে এগিয়ে নিচ্ছেন। সমস্ত সূচকে আজ আমরা পাকিস্তানকে পেছনে ফেলেছি। গত ১১ বছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির গড় হার বিশ্বে সর্বোচ্চ।'

'দেশের এই উন্নয়ন যারা সহ্য করতে পারেনা, শেখ হাসিনাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে তারা যে ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে, তা থেকে সমগ্র জাতিকে সতর্ক থাকতে হবে' বলেন তথ্যমন্ত্রী।

বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি প্রখ্যাত অভিনেত্রী সারাহ বেগম কবরী'র সভাপতিত্বে সভায় আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট বলরাম পোদ্দার, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক অরুণ সরকার রানা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক কণ্ঠশিল্পী মোঃ রফিকুল আলম, সাংবাদিক মানিক লাল ঘোষ, অভিনেত্রী তারিন জাহান, শাহনূর এবং আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ যোগ দেন।

#

আকরাম/কামরুল/শামীম*/২০২০/১৬১৮ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৯

**বাংলাদেশের শিল্প-সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরছে ঢাকা আর্ট সামিট**

**---সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারি) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বাঙালির রয়েছে হাজার বছরের সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ চারু ও কারুকলা। চারুকলা বিষয়ক দক্ষিণ এশিয়ায় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত একটি প্রধান শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ঢাকা আর্ট সামিট। এ ধরনের প্রদর্শনী যেমন জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিনাশ করে মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটায়, তেমনি বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ৫ম ঢাকা আর্ট সামিট ২০২০ সে ধরনের একটি নান্দনিক ও সৃজনশীল শিল্পকর্মের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী।

প্রতিমন্ত্রী আজ সকালে রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় সামদানী আর্ট ফাউন্ডেশন আয়োজিত নয় দিনব্যাপী (৭ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০) '৫ম ঢাকা আর্ট সামিট ২০২০' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

কে এম খালিদ বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষকে সামনে রেখে ৫ম ঢাকা আর্ট সামিটের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'Lighting the Fire of Freedom Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman' শীর্ষক বিশেষ প্রদর্শনী যেটি সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ইনফরমেশন (CRI) এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, ৪৪টির অধিক দেশ থেকে আগত ৩২ জন কিউরেটর দল এবং ৫০০ জন শিল্পীর অংশগ্রহণে এবারের আয়োজন গতবারের তুলনায় আরো বৃহৎ পরিসরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যেটি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমাদের সামর্থ্যের প্রমাণ দিচ্ছে। একইসঙ্গে এ আয়োজন দেশে দেশে সংস্কৃতি ও মৈত্রীর বন্ধনকে দৃঢ় করতে সহায়ক হবে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন '৫ম ঢাকা আর্ট সামিট ২০২০' এর আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান ফারুক সোবহান। স্বাগত বক্তৃতা করেন সামদানী আর্ট ফাউন্ডেশনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা নাদিয়া সামদানী।

#

ফয়সল/মাহমুদ/মোশারফ/*আব্বাস/২০২০/১৭২৮ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৩০

**মুজিববর্ষের বর্ষপঞ্জি প্রকাশনা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২২ মাঘ (৫ ফেব্রুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্যভাবে উদযাপন উপলক্ষে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নানা বর্ণাঢ্য কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে।

আজ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের উদ্যোগে মুজিববর্ষের বিশেষ বর্ষপঞ্জি প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একশ’টি ক্রীড়া ইভেন্ট আয়োজন করা হবে। আগামী ১ এপ্রিল থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশ গেমস আয়োজন করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ‘মুজিববর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাকে ওআইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল হিসেবে উদযাপন করবো। গত বছর ২৫ শে ডিসেম্বরে ওআইসি আনুষ্ঠানিকভাবে এ স্বীকৃতি প্রদান করে।  যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে আমরা সারা বিশ্বের কাছে নতুনভাবে উপস্থাপন করতে পারবো’।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মোঃ মাসুদ করিমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ আখতার হোসেন। এছাড়াও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আরিফ/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৯

**মুজিববর্ষে শিশুদের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধিতে রোডমার্চ ও রোডশো আয়োজন করা হবে**

**--- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ মাঘ (৫ ফেব্রুয়ারি) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, কোমলমতি শিশুদের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি ও বইমুখী করার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে সারা দেশে রোডমার্চ ও রোডশোর আয়োজন করা হবে। এ রোডমার্চে নেতৃত্ব দেবেন দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। এছাড়া মুজিববর্ষে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৮শ’হতে এক হাজারে উন্নীত করা হবে। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে এক হাজারটি গণগ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন শীর্ষক একটি বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস পালন উপলক্ষে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আব্দুল মান্নান ইলিয়াসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবসময় বই পড়তেন। বইয়ের প্রতি তাঁর বেশ আগ্রহ ও ঝোঁক ছিল। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা বইয়ের দিকে না ঝুঁকে সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। শিক্ষার্থীদেরকে বই পড়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, যতই সোশ্যাল মিডিয়া বিকশিত হোক না কেন, বই থাকবে, গ্রন্থাগার থাকবে। বইয়ের আবেদন কখনো ফুরোবে না।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্পের আওতায় ৭৬টি ভ্রাম্যমাণ গাড়ির মাধ্যমে লাইব্রেরি সেবাকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। এ কাজে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সেবা গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, গ্রন্থাগারের সেবাকে আমরা উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছে দিতে চাই। সে লক্ষ্যে দেশব্যাপী ১০০ উপজেলায় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আধুনিক মিলনায়তন, মাল্টিপারপাস হল, মুক্তমঞ্চ, ক্যাফেটেরিয়া স্থাপনের পাশাপাশি একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করা হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) আবদুল্যাহ হারুন পাশা। শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির সভাপতি আলী আকবর।

প্রতিমন্ত্রী এর পূর্বে বেলুন উড়িয়ে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের দিনব্যাপী কর্মসূচি ও র‌্যালির উদ্বোধন করেন। র‌্যালিটি গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর প্রাঙ্গণ হতে শুরু হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্বর, কলাভবন, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি হয়ে চারুকলা অনুষদের সামনের দিক দিয়ে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়।

#

ফয়সল/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪২৪

**মুজিববর্ষে শতলক্ষ গাছের চারা রোপণ করা হবে**

-**জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ মাঘ (৫ ফেব্রুয়ারি) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী শাহাব উদ্দিন বলেছেন, উন্নত দেশের কাছে জলবায়ু ক্ষতিপূরণের দাবি অব্যাহত রাখলেও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কার্যক্রম বাস্তবায়নে বর্তমান সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন রোধের অংশ হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে এ বছর মুজিববর্ষে দেশে ৪শত ৯২ টি উপজেলায় শতলক্ষ গাছের চারা রোপণ করা হবে।

মন্ত্রী আজ পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে চিলি-মাদ্রিদ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন বা কপ-২৫: প্রত্যাশা, প্রাপ্তি এবং ভবিষ্যত করণীয় বিষয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে কপ-২৫-এ বাংলাদেশের অংশগ্রহণ কার্যকর ও ফলপ্রসু হয়েছে। এ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের সংগঠন ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম(সিভিএফ)’র ২০২০-২১ মেয়াদে সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী প্রথমবারের মত স্থাপিত বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে মতবিনিময়কালে বাংলাদেশ সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

মন্ত্রী আরো বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য প্রধানতঃ দায়ী শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলোর কার্বন নিঃসরণ ব্যাপক হ্রাসকরণ এবং উন্নয়নশীল ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ কপ-২৫ সম্মেলনে জোরালো বক্তব্য প্রদান করেছে। তিনি বলেন, প্যারিস চুক্তির আর্টিক্যাল ৬ এর আওতায় মার্কেট ও নন-মার্কেট ম্যাকানিজমের জন্য বিস্তারিত রুলস ও গাইডলাইন অনুমোদনের বিষয়ে রাষ্ট্রসমূহ একমত হতে না পারায় কাংখিত সাফল্য আসেনি। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতির জন্য সুনির্দিষ্ট আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষে পৃথক তহবিল গঠন এবং প্যারিস এগ্রিমেন্ট ও জলবায়ু কনভেনশন দুই জায়গাতেই লস এন্ড ড্যামেজ বিষয়ক আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টিতে একমত হওয়া সম্ভব হয়নি । কিন্তু এ বিষয়ে অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ বেশ কয়েকটি ইস্যুতে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা গেছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসির সভাপতিত্বে কর্মশালায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার।

#

দীপংকর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১৫৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৫

**স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য**

সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া

ঢাকা, ২১ মাঘ (৪ ফেব্রুয়ারি) :

সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়টি স্ক্রল আকারে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূল বার্তা :**

মুজিববর্ষ ২০২০ উপলক্ষে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হেফাজতে থাকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্ম সম্পর্কিত দুর্লভ ছবি, অডিও-ভিডিও, পান্ডুলিপি, দলিল, হাতে লেখা বা প্রিন্টেড ডকুমেন্টস সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য অনুগ্রহপূর্বক মহাপরিচালক, আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর (মোবাইল: ০১৯১৩৩৮৪৮৯৫, ইমেইল: dg@nanl.gov.bd) বরাবর প্রেরণ কিংবা অবহিতকরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

#

ফরিদ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শামীম/২০১৯/১৪৩৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৯

**বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম নিয়ে মুজিববর্ষজুড়ে অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ সেমিনার ও আলোচনা সভা**

ঢাকা, ২০ মাঘ (৩ ফেব্রুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর বিশেষ সেমিনার ও আলোচনা সভা আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে গঠিত সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও আলোচনা সভা আয়োজন উপকমিটির আহ্বায়ক শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ দীপু মনির সভাপতিত্বে আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের (৪থ তলা) সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এ সংক্রান্ত সভায় তিনি এ কথা জানান।

সভাপতির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে অনুষ্ঠিতব্য সেমিনার ও আলোচনা সভাগুলোতে দেশ বিদেশের আলোচকগণের সমন্বিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এসব সেমিনার ও আলোচনা সভাকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে হবে যাতে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ বিশ্বে আরো বেশি করে ছড়িয়ে পড়ে।

সভায় মুজিববর্ষজুড়ে সেমিনার ও আলোচনা সভা আয়োজনের লক্ষ্যে নির্ধারিত বিষয় ও সূচি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। একই সাথে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সেমিনার আয়োজনের লক্ষ্যে ধারণাপত্র তৈরির অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এসব ধারণাপত্রের ওপর ভিত্তি করে দেশ-বিদেশের বিজ্ঞজনদের মূল প্রবন্ধ লেখার জন্য অনুরোধ জানানোর বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, অথনীতিবিদ ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ, পাবলিক সাভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক, এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জুয়েনা আজিজ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান ও অধ্যাপক নজরুল ইসলাম এবং উপকমিটির সদস্য সচিব মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন।

#

নাসরীন/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৮

**শ্রম মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন**

ঢাকা, ২০ মাঘ (৩ ফেব্রুয়ারি) :

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান আজ সচিবালয়ে তার অফিস কক্ষে মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন করেছেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, মুজিব বর্ষের প্রাক্কালে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকাণ্ডের খুটিনাটি তুলে ধরে একটি সুন্দর প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। এ প্রকাশনাটি আগামী বছরে মন্ত্রণালয়ের কাজকে ত্বরানি¦ত করতে সহায়ক হবে।

জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকীতে উন্নয়ন অগ্রগতিকে টেকসই করতে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী আরো নিষ্ঠাবান এবং দায়িত্বশীল হবেন বলে প্রতিমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ অধিদপ্তরসমূহের সকল কর্মকাণ্ড সূচারুরূপে সন্নিবেশ করায় বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান।

এ সময় শ্রমসচিব কে এম আলী আজম, অতিরিক্ত সচিব ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন, সাকিউন নাহার বেগম, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক শিবনাথ রায়-সহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

আকতারুল/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৬

**কৃষি ও কৃষকের বঙ্গবন্ধু বইয়ের মোড়ক উন্মোচন**

ঢাকা, ২০ মাঘ (৩ ফেব্রুয়ারি) :

আজ ঢাকায় শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে ‘কৃষি ও কৃষকের বঙ্গবন্ধু’ শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান মন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম ও প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন । বইটি রচনা করেছেন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. শামসুল আলম ।

আলোচক হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. লুৎফুল হাসান, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুর ও প্রাইস ওয়াটার্স কুপার্সের ম্যানেজিং পার্টনার মামুন রশীদ। আলোচনাকালে বক্তাগণ বলেন, ৮০ পৃষ্ঠার বইটিতে লেখক বঙ্গবন্ধুর অনাবিষ্কৃত দিক বিশেষ করে কৃষি ও কৃষকদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর নানান ভাবনার বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

এ সময় পরিকল্পনা সচিব মোঃ নুরুল আমিন-সহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শাহেদ/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৮৩২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৬

**‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০’ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২ ফেব্রুয়ারি ‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান   
করেছেন :

“প্রতি বছরের মত এবারও ‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০’ আয়োজিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি আয়োজক সংস্থা- বাংলা একাডেমি, দেশি-বিদেশি প্রকাশক এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। মুজিববর্ষ উপলক্ষে এবারের একুশে গ্রন্থমেলা উৎসর্গ করা হয়েছে সর্বকালের সর্বশেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

আজকের এই দিনে আমি সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিকসহ সকল ভাষা শহিদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সকল ভাষা সৈনিকের প্রতি।

বাংলা ভাষা আজ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী মানুষের প্রাণে অনুরণিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি এখন ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’। এই স্বীকৃতি আদায়ের জন্য কানাডা প্রবাসী সালাম ও রফিকসহ কয়েকজন বাঙালি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ সরকার এ বিষয়ে জাতিসংঘে প্রস্তাব উত্থাপন করে। যার ফলশ্রুতিতে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ভাষা বাংলাকে জাতিসংঘের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের জন্য আমি ইতোমধ্যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দাবি উত্থাপন করেছি। বিশ্বের সকল ভাষাগোষ্ঠীর মাতৃভাষা সংরক্ষণ, বিকাশ ও চর্চার লক্ষ্যে আমরা ঢাকায় ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট’ প্রতিষ্ঠা করেছি।

জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে বাংলা একাডেমি আজ থেকে পর্যায়ক্রমে ১০০টি নতুন বই প্রকাশ শুরু করেছে। এর মধ্যে অন্যতম আকর্ষণ বঙ্গবন্ধুর লেখা নতুন বই ‘আমার দেখা নয়া চীন’। আমি বঙ্গবন্ধুর এ বইয়ের প্রকাশক বাংলা একাডেমি এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি, অসমাপ্ত আত্মজীবনী এবং কারাগারের রোজনামচা- এর মত এই বইটিও দেশি-বিদেশি পাঠকের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হবে।

জ্ঞানচর্চা ও পাঠচর্চা বিস্তারে গ্রন্থমেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রন্থমেলা এমন একটি মাধ্যম, যা জাতির অগ্রগতির ও উন্নয়নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গ্রন্থমেলা আমাদের অস্তিত্ব, জীবনবোধ এবং চেতনাকে জাগ্রত করে। বইয়ের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও বঙ্গবন্ধুকে যথাযথভাবে তুলে ধরবেন- প্রকাশক ও লেখকদের প্রতি এ আহ্বান জানাচ্ছি।

আসুন, বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলি। সকল ভেদাভেদ ভুলে মহান একুশ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে একসঙ্গে কাজ করব- এই হোক একুশে গ্রন্থমেলায় আমাদের অঙ্গীকার।

আমি ‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০’-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/শামীম/২০২০/১৩২৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৫

**‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০’ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির** **বাণী**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২ ফেব্রুয়ারি ‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেনঃ

“বাংলা একাডেমির উদ্যোগে প্রতিবারের ন্যায় এ বছরও ‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০’ অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। অমর একুশে গ্রন্থমেলার প্রাক্কালে একুশে ফেব্রুয়ারি মহান ভাষা আন্দোলনে অমর শহিদদের স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

বাংলা একাডেমি কর্তৃক এবারের একুশে গ্রন্থমেলা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে উৎসর্গ করার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু বিষয়ক ১০০টি বই প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। আমি আশা করি লেখক, পাঠক, প্রকাশক ও সাহিত্যপ্রেমীদের অংশগ্রহণে গ্রন্থমেলা বরাবরের মতো মহামিলন মেলায় পরিণত হবে।

বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতির পাদপীঠ বাংলা একাডেমি ১৯৫৫ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা একাডেমি মহান ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিকে নানাভাবে ধারণ করে আছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনে নিরবচ্ছিন্ন দায়িত্ব পালন করে আসছে। এ বছর বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হবে। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের স্রষ্টা এবং বাঙালি জাতির মন ও মানস গঠনে তাঁর ভূমিকা অপরিসীম। তিনিই সর্বপ্রথম ১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে জাতীয় ‘বাংলা সাহিত্য সম্মেলন’ উদ্বোধন করেন। ভাষা শহিদদের রক্তস্নাত পথ ধরে গড়ে ওঠা বাংলা একাডেমি জাতীয় শিল্প-সংস্কৃতি বিকাশে অনন্য একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে দেশ ও দেশের বাইরে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে বাংলা একাডেমি সারা বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী মানুষের প্রাণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে - এ প্রত্যাশা করি।

মূল্যবোধের অবক্ষয়রোধ এবং সুকুমার বৃত্তির বিকাশে শিল্প-সাহিত্যচর্চা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নবতর চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধের মাধ্যমেই নতুন মানুষ সৃষ্টি সম্ভব। একাডেমির এই প্রাঙ্গণে সৃজনশীল ও মননশীল লেখকদের বিকাশ ও অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে অমর একুশে গ্রন্থমেলা এক অবিকল্প আয়োজন। মহান ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে সমুজ্জ্বল রেখে ‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা’ বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হয়ে উঠবে- এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি ‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০’ এর সার্বিক সফলতা কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।’

#

ইমরানুল/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/শামীম/২০২০/১৩২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯০

**বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে তরুণ নেতৃত্বই দেশকে এগিয়ে নিবে**

**---স্পিকার**

চরফ্যাসন (ভোলা), ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশের বেশিরভাগ জনগণই তরুণ। আর তরুণরাই হচ্ছে দেশের মূল শক্তি, যারা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিবে। এ সময় তিনি তরুণদের মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে দেশকে এগিয়ে নিতে আহ্বান জানান।

স্পিকার আজ ভোলার চরফ্যাসন সরকারি কলেজের ‘সুবর্ণ জয়ন্তী’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ সকল কথা বলেন।

স্পিকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ-২০২০’ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

স্পিকার বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার অভূতপূর্ব ও ইতিবাচক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব, শিক্ষা উপবৃত্তি, প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা ট্রাস্ট, বিনামূল্যে বই বিতরণ, নারীদের মেধাবৃত্তি, মায়েদের কাছে মোবাইলের মাধ্যমে বৃত্তির টাকা পাঠানো, স্কুলকে জাতীয়করণ-সহ বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে বছরের প্রথম দিন বিনামূল্যে সকলের মাঝে বই বিতরণের নজির বিশ্বের আর কোথাও নাই বলে তিনি উল্লেখ করেন।

চরফ্যাসনকে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের অংশ হিসেবে উল্লেখ করে স্পিকার বলেন, ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চরফ্যাসনে ভ্রমণ করেছিলেন। গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নেওয়া বঙ্গবন্ধু ২৩ বছরের আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন দেশ ও সংবিধান উপহার দিয়েছেন। তিনি বলেন, মাত্র সাড়ে তিনবছরে বঙ্গবন্ধু দেশকে পুনর্গঠন করেছেন।

#

তারিক/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/2020/1933 NÈv

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮২

**কক্সবাজার-সেন্টমার্টিন রুটে জাহাজ উদ্বোধন করলেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

কক্সবাজার, ১৭ মাঘ (৩১ জানুয়ারি)

দেশে প্রথমবারের মতো কক্সবাজার-সেন্টমার্টিন রুটে সমুদ্রগামী ক্রুজ জাহাজ চলাচল করবে। মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বেসরকারি একটি শিপইয়ার্ড কোম্পানি আজ থেকে উক্ত রুটে জাহাজটি চালাবে।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী গতকাল কক্সবাজারস্থ বিআইডব্লিউটিএ'র নুনিয়ারছড়া ঘাটে কক্সবাজার-সেন্টমার্টিন রুটে ক্রুজ জাহাজ 'কর্ণফুলী এক্সপ্রেস' এর উদ্বোধন করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'কর্ণফুলী এক্সপ্রেস' জাহাজ চলাচলের মধ্য দিয়ে কক্সবাজারে পর্যটনের নতুন দ্বার উন্মোচিত হলো। আগে পর্যটকদের সেন্টমার্টিন ভ্রমণে নানা ধরনের দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। দীর্ঘ সড়কপথ পাড়ি দিয়ে টেকনাফ পৌঁছে জাহাজযোগে পর্যটকদের সেন্টমার্টিন যেতে হতো। এখন পর্যটকদের কক্সবাজার থেকে সরাসরি সেন্টমার্টিন ভ্রমণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে দুর্ভোগ লাঘবের পাশাপাশি পর্যটকরা ভ্রমণের সময় পাহাড়, নদী ও সমুদ্র উপকূলের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে পারবে।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক, নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর সৈয়দ আরিফুল ইসলাম, কর্ণফুলী শিপ বিল্ডার্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আব্দুর রশিদ উপস্থিত ছিলেন।

৫৮২ জন যাত্রী ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজটি কর্ণফুলী শিপইয়ার্ড লিমিটেড নির্মাণ করেছে। ভবিষ্যতে জাপান থেকে বড় ধরনের জাহাজ এনে উক্ত রুটে যাত্রী পরিবহনের ব্যবস্থা করবে কর্ণফুলী শিপইয়ার্ড।

#

জাহাঙ্গীর/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৫

**মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত হবে বিশেষ স্মারকগ্রন্থ**

ঢাকা, ১৬ মাঘ (৩০ জানুয়ারি) :

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে তাঁর জীবন ও কর্মের ওপর বিশেষ স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

আজ ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা সংক্রান্ত সভায় জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের এ কথা জানান।

কমিটি’র সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ড. রফিকুল ইসলাম বলেন, আমরা বিশিষ্ট লেখকগণকে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর প্রবন্ধ লিখে পাঠাতে অনুরোধ করেছি এবং ইতোমধ্যে বেশ কিছু লেখা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। কয়েক মাসের মধ্যেই স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ আশা প্রকাশ করেন।

অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মারক গ্রন্থটি সম্পাদনা বিষয়ে সম্মতি প্রদান করেছেন।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এবং অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান।

#

নাসরীন/ইসরাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২০৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৮

**জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ১৬ মাঘ (৩০ জানুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২০ যথাযথ মর্যাদায় আড়ম্বরপূর্ণভাবে উদযাপন উপলক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসার সভাপতিত্বে আজ বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

সভায় জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় জানানো হয়, আগামী ১৭ মার্চ টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধি সৌধে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন এবং এ উপলক্ষে অনার গার্ড প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসনের যৌথ আয়োজনে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

জাতীয় শিশু দিবসের অনুষ্ঠান শুরু হবে ১০০ জন শিশুশিল্পীর অংশগ্রহণে জাতীয় সংগীত পরিবেশনা, ১০০টি পায়রা অবমুক্তকরণ ও ১০০ টি বেলুন উড়ানোর মাধ্যমে। এ অনুষ্ঠানে থাকছে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ শীর্ষক গোপালগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীদের লেখা নিয়ে বিশেষ প্রকাশনা ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় সেরা ১০০টি রচনার সংকলন গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন। একই অনুষ্ঠানে মেধাবী শিশুদের মাঝে ১০০টি ল্যাপটপ বিতরণ করা হবে। সাংস্কৃতিক পর্বে থাকছে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, কাব্য নৃত্যগীতি আলেখ্যানুষ্ঠান ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বই মেলা উদ্বোধন এবং বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ শীর্ষক চিত্র প্রদর্শনী পরিদর্শন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তার-সহ সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, স্বরাস্ট্র মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, পুলিশ সদর দপ্তর, বিভাগীয় কমিশনার ঢাকা, গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক-সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তর-সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ।

সভায় প্রতিমন্ত্রী জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২০ যথাযথ মর্যাদায় আড়ম্বরপূর্ণভাবে উদযাপনে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সভায় প্রতিমন্ত্রী জানান, মুজিব শতবর্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এক লাখ নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করবে। তিনি আরো বলেন, মুজিব শতবর্ষ হবে বাংলাদেশে বাল্যবিয়ে বন্ধের ভিত্তি বছর। বাল্যবিয়ে বন্ধে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে সকল জেলা প্রশাসকের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আশা করেন, সকলের সহযোগিতায় বাংলাদেশকে বাল্যবিয়ে মুক্ত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে।

#

আলমগীর/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৩৪

**মুজিববর্ষ বিষয়ক সকল কার্যক্রম যেন মিডিয়ায় সঠিকভাবে প্রচারিত** **হয়**

**-তথ্যসচিব**

ঢাকা, ১৪ মাঘ (২৮ জানুয়ারি) :

তথ্যসচিব কামরুন নাহার বলেছেন, আগামী ১৭ মার্চ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের গৃহীত সকল কার্যক্রম প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক এবং সোস্যাল মিডিয়ায় বহুল প্রচারের লক্ষ্যে সকল জনসংযোগ কর্মকর্তাকে তৎপর থাকতে হবে। তথ্য অধিদফতর সরকারের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে। এ অধিদফতরের উদ্ভাবিত নতুন কাজগুলো বর্তমান সময়ের জন্য খুবই সহায়ক বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আজ তথ্য অধিদফতরের সম্মেলনকক্ষে ‘সরকারের উন্নয়ন প্রচার কৌশল’ বিষয়ক মতবিনিময় সভা ও ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৮-২০১৯’ প্রদান উপলক্ষে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তথ্যসচিব এসব কথা বলেন। প্রধান তথ্য অফিসার সভায় সভাপতিত্ব করেন।

তথ্য অধিদফতরের পদসৃজনসহ এর আধুনিকায়ন এবং সৃজনশীল ও জনমূখী উদ্যোগ গ্রহণে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন তথ্যসচিব। তিনি জনসংযোগ কর্মকর্তাদের আরো দক্ষতার সাথে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রচার নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন।

অনুষ্ঠানে তিনি তথ্য অধিদফতরের নয় জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ২০১৮-২০১৯ এর শুদ্ধাচার পুরস্কারের সনদ এবং নগদ অর্থ প্রদান করেন। পরে তিনি অধিদফতরে স্থাপিত ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ পরিদর্শন করেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত জনসংযোগ কর্মকর্তা, তথ্য অধিদফতরের প্রধান ও আঞ্চলিক অফিসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

পরীক্ষিৎ/অনসূয়া/জুলফিকার/জসীম/শামীম/২০২০/১৬৩৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৬

**মুজিববর্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বেগবান করতে ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর  নির্দেশ**

ঢাকা, ১৩ মাঘ (২৭ জানুয়ারি) :

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব  এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ বলেছেন, বঙ্গবন্ধু ইসলামের শান্তির বাণী সঠিকভাবে মানুষের নিকট পৌঁছে দিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত  ইসলামিক ফাউন্ডেশন আজ বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। লাখ লাখ আলেমের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম  বেগবান করতে  কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেছেন ।

প্রতিমন্ত্রী  আজ আগারগাঁওয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা  কার্যালয়ের সভাকক্ষে  বদলির কারণে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব মোঃ আনিছুর রহমানের  বিদায় ও নবনিযুক্ত সচিব মোঃ নূরুল ইসলামের যোগদান উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে  ধর্ম প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, মাদক, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ-সহ  নানাবিধ আর্থসামাজিক বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে  এ প্রতিষ্ঠানকে আরো বেশি ভূমিকা পালন করতে হবে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  মু. আঃ হামিদ জমাদ্দার।

**#**

আনোয়ার**/**ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস**/২০২০/**২০৩৬ **ঘণ্টা**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৯

**যুবসমাজকে উদ্বুব্ধ করতে অনুষ্ঠিত হবে বঙ্গবন্ধু আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়নশিপ**

ঢাকা, ১২ মাঘ (২৬ জানুয়ারি) :

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে তাঁর মহান উক্তি ‘সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই’ প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে যুব সমাজকে সুন্দর সমাজ নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করতে বঙ্গবন্ধু আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২০ অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতা দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুণ ও যুব সমাজের জন্য ক্রীড়া ক্ষেত্রে নিজেদের তুলে ধরে দেশ গঠনে উদ্বুদ্ধ করার একটি ভিত্তিভূমি হিসেবে কাজ করবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ক্রীড়া পরিষদের অডিটোরিয়মে বঙ্গবন্ধু আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২০ এর সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

জাহিদ আহসান রাসেল বলেন,  দেশের তরুণ সমাজকে জঙ্গিবাদ থেকে বিরত রাখা ও ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশে এ ধরনের উদ্যোগ যেমন গুরুত্বপূর্ণ  ভূমিকা রাখবে তেমনি সুস্থ ধারার সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরিতে ও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। এ সময়ে সার্বিক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য স্পেল বাউন্ড লিও বার্নেট ও পোলারকে ধন্যবাদ জানান প্রতিমন্ত্রী।

সমন্বয় সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য নাহিম রাজ্জাক ও নাইমুর রহমান দুর্জয়, যুব ও ক্রীড়া সচিব মো.আখতার হোসেন, পোলারের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার আব্দুল্লাহ আল মামুন-সহ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ও বিভিন্ন ফেডারেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

আরিফ/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৯৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৯

**তথ্য অধিদফতরের ওয়েবসাইটে ‘মুজিব শতবর্ষ’ নামক সেবাবক্স সংযোজন**

ঢাকা, ৭ মাঘ (২১ জানুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে তথ্য অধিদফতরের ওয়েবসাইট এ ‘মুজিব শতবর্ষ’ নামে একটি সেবাবক্স সংযোজন করা হয়েছে।

এই সেবাবক্সে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুর্লভ আলোকচিত্র, মুজিব শতবর্ষ   
উদ্‌যাপন বিষয়ক তথ্যবিবরণী, আলোকচিত্র ও ফিচার সংরক্ষিত রয়েছে।

সেবাগ্রহীতারা সহজেই তথ্য অধিদফতরের ওয়েবসাইট [http://www.pressinform.gov.bd](http://www.pressinform.gov.bd/) এর মুজিব শতবর্ষ নামের সেবাবক্স হতে উল্লিখিত সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম*/আসমা/২০২০/১৩০০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৪

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ অনুবাদ করা হবে**

**- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ মাঘ (২১ জানুয়ারি) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ভাষায় বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ অনুবাদ করা হবে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় অনুবাদের পাশাপাশি বাংলা ও ইংরেজিতেও বঙ্গব্ন্ধুর ভাষণ থাকবে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সংস্থাসমূহের প্রস্তুতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে মন্ত্রী আজ এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বিকাশ, সংরক্ষণ ও গবেষণার জন্য রাজধানীর বেইলি রোডে ১৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স’ নির্মিত হয়েছে। পার্বত্যবাসীর উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলে মন্ত্রী জানান।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বছরব্যাপী নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে - তিন পার্বত্য জেলায় ৫ লক্ষ গাছের চারা রোপণ, বঙ্গবন্ধু পার্বত্য মেলা আয়োজন,  হিমালয় প্রদেশের একটি রেঞ্জে নামকরণবিহীন স্থানে পর্বতারোহন এবং বঙ্গবন্ধুর নামে এর নামকরণ। এছাড়া রাঙ্গামাটির বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রে ৭১ ফুট উঁচু বঙ্গবন্ধু ম্যূরাল উদ্বোধন, বঙ্গবন্ধুর পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ছবি ও সেই সময় উপস্থিত ব্যক্তিদের বক্তব্য সম্বলিত স্মরণিকা প্রকাশ, ‘Tour-De CHT Mountain Biking’ এবং স্মার্ট ভিলেজ তৈরি করাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করবে বলে সভায় জানানো হয়।

পাশাপাশি জাতীয় কর্মসূচির আলোকে সমম্বয় রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগডাছড়িতে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর সেমিনার আয়োজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বঙ্গবন্ধুর নামে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করবে।

মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: মেসবাহুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় বক্ততা করেন, অতিরিক্ত সচিব সুদত্ত চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর ভাইস চেয়ারম্যান মো: মাহিনুল ইসলাম, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

নাছির/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২০/১৫৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৬

**মুজিব শতবর্ষ লোগো নির্দেশিকা প্রকাশিত**

ঢাকা, ৫ মাঘ (১৯ জানুয়ারি) :

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে মুজিব শতবর্ষ লোগো নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়েছে। সরকারি, বেসরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান মুজিববর্ষ সম্পর্কিত যে সকল ডিজাইন ও স্মারক তৈরি করবে তার মানের সমতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচিত ও অনুমোদিত ‘মুজিব শতবর্ষ’ লোগো ব্যবহারের জন্য এই নিদের্শিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ‘মুজিব শতবর্ষ’ লোগো ব্যবহার নিদের্শিকা’ নামে প্রকাশিত এই নির্দেশিকার কপি সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া মুজিববর্ষের ওয়েবসাইট (<http://mujib100.gov.bd>) থেকেও এ নিদের্শিকা ডাউনলোড করে ব্যবহার করা যাবে।

লোগো ব্যবহার নিদের্শিকায় উল্লিখিত দশটি মূল নির্দেশনা হলো: (১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত রঙ, বর্ণবিণ্যাস এবং আকৃতি ব্যতীত অন্য কোনো প্রকারে এই লোগো ব্যবহার করা যাবে না; (২) সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানি, সরকারি ও বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া ও বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক সকল ইমেইল, সরকারি পত্র, স্মারকপত্র, আধা-সরকারি পত্রে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের লোগোর সঙ্গে যথাযথভাবে মুজিববর্ষের লোগোটি ব্যবহার করা যাবে; (৩) সরকারি মালিকানাধীন সকল বাস, ট্রেন, দাপ্তরিক গাড়ি, নৌযান, অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক রুটে চলমান বাংলাদেশ বিমান, সামরিক এয়ারক্রাফট এবং ক্রুজে উপযুক্ত স্থানে; বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুনে এবং সাজসজ্জায় মুজিববর্ষ লোগোর নির্দেশিকা অনুসরণ করে নির্ধারিত ও আনুপাতিক হারে নান্দনিকভাবে লোগোটি ব্যবহার করা যাবে; (৪) জাতীয় দিবসসহ বিভিন্ন উপলক্ষে সরকারি-বেসরকারি প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে শুভেচ্ছা কার্ড এবং আমন্ত্রণপত্রে উক্ত লোগো ব্যবহার করা যাবে; (৫) জাতীয় পাঠ্যপুস্তক এবং সকল সরকারি তথ্য বাতায়নে এই লোগো ব্যবহার করা যাবে; (৬) সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডার, নোটপ্যাড, স্টেশনারি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি সকল প্রচার সামগ্রীতে এই লোগো ব্যবহার করা যাবে; (৭) কোনো ব্যক্তিগত বা বেসরকারি ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক প্রোডাক্ট, সেবার উদ্দেশ্যে এই লোগোর ব্যবহার করা যাবে না; (৮) সিগারেট, এলকোহল, আগ্নেয়াস্ত্র কিংবা অনুরূপ দ্রব্যাদিতে এই লোগো ব্যবহার করা যাবে না; (৯) বিভিন্ন ক্রীড়া, সাহিত্য, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংস্থার অনুষ্ঠানের আয়োজনে, প্রকাশনার ক্ষেত্রে লোগো ব্যবহার করা যাবে; (১০) জাতীয় পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে নির্বাচিত লোগোটি ২৬ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে।

এছাড়া উক্ত নির্দেশিকায় উল্লিখিত লোগোর ধরন, লোগোর পটভূমির রঙ, লোগোর চতুর্দিকের ফাঁকা জায়গা, গাঢ় পটভূমিতে লোগোর ব্যবহার, লোগোর মুদ্রণে রঙের নির্দেশনা, লোগোর ব্যবহারিক অবস্থান এবং লোগো ব্র্যান্ডিং এর উদাহরণ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

#

নাসরীন/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০২০/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৬

হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে সরকার

--নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

ঠাকুরগাঁও, ৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেছেন, খেলাধুলা, সংস্কৃতি-সহ যে সমস্ত পুরাতন ইতিহাস ঐতিহ্য হারিয়ে গিয়েছিল তা ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে সরকার। আগে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদের মধ্য দিয়ে ভিন্ন ধারায় দেশ পরিচালিত হয়ে আসছিল। এখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী গতকাল ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ পাবলিক ক্লাব মাঠে “মুজিববর্ষের অঙ্গীকার মাদক মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার” প্রত্যয়ে আয়োজিত বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার কাজে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

সাবেক এমপি ইমদাদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মু. সাদেক কুরাইশী, পুলিশ সুপার মনিরুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নুর কুতুবুল আলম, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক দীপক কুমার রায়, বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টের আহ্বায়ক ও পৌর মেয়র কশিরুল আলম।

উদ্বোধনী খেলায় রাজশাহী কিশোর ফুটবল একাডেমি গাইবান্ধা ফুটবল একাডেমিকে ১-০ গোলে পরাজিত করে।

#

জাহাঙ্গীর/রাহাত/শফিক/২০২০/১২০৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৪

**অর্থনৈতিক কূটনীতির ওপর সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে**

                               -- **পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ মাঘ (১৭ জানুয়ারি) :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন বলেছেন, বাংলাদেশের বিনিয়োগ, রপ্তানি বৃদ্ধি ও রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং বাংলাদেশের জনবলের বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়ে অর্থনৈতিক কূটনীতি ও পাবলিক ডিপ্লোমেসি’র বিষয়ে সরকার খুবই গুরুত্ব দিচ্ছে। আগামী দু’বছর- বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে বাংলাদেশের অভাবনীয় সাফল্য এদেশের ৭৭টি মিশনের মাধ্যমে সারা বিশ্বে তুলে ধরা হবে। দারিদ্র্যক্লিষ্ট অর্থনীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ব্রান্ডিং সরকার পরিবর্তন করতে চায়।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা- ২০২০ উপলক্ষে আয়োজিত ‘উদ্ভাবক ও উদ্যোক্তা : ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের চালিকা শক্তি’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের ১ কোটি ২২ লাখ লোক বিদেশে কাজ করে যাদের অধিকাংশ অদক্ষ। বিদেশে দক্ষ জনবল পাঠাতে পারলে রেমিটেন্স অনেক বেড়ে যাবে। তিনি বলেন, সেবার মান বৃদ্ধিতে দূতাবাস অ্যাপ চালু করা হয়েছে। এতে ৩৪ ধরনের সেবা খুব সহজে পাওয়া যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার উপস্থিত ছিলেন।

#

তৌহিদুল/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯২

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রাম থেকে বিশেষ উৎসব শুরু হবে**

--- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

চট্টগ্রাম, ১ মাঘ (১৫ জানুয়ারি) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বীরকন্যা প্রীতিলতা-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের জন্মস্থান এ চট্টগ্রাম। তাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে দেশব্যাপী একটি উৎসবের সূচনা এ বীর প্রসবিনী চট্টগ্রাম থেকে করা হবে। আগামী মার্চ-এপ্রিল মাসে মুজিববর্ষ উপলক্ষে দেশব্যাপী একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করা হবে যেখানে সংগীত, নৃত্য, নাটক, চারুকলা, আবৃত্তি, যাত্রাপালা-সহ সংস্কৃতির সকল শাখার পরিবেশনা থাকবে। প্রতিটি জেলার সংস্কৃতির বিশেষ উপাদানকে অগ্রাধিকার দিয়ে এ উৎসবকে সাজানো হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে বাচিক শিল্পচর্চা কেন্দ্র ‘তারুণ্যের উচ্ছ্বাস’ এর যুগপূর্তিতে বছরব্যাপী উৎসবের সমাপনী আয়োজনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী তাঁর মেয়াদে চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমির নতুন আধুনিক মিলনায়তনের কাজ সমাপ্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

‘তারুণ্যের উচ্ছ্বাস’ এর সভাপতি ভাগ্যধন বড়ুয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান, চট্টগ্রামের সাতকানিয়া পৌরসভার মেয়র মোহাম্মদ জোবায়ের এবং চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল আলম বাবু। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ‘তারুণ্যের উচ্ছ্বাস’ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম।

প্রতিমন্ত্রী এর আগে চট্টগ্রাম থিয়েটার ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে স্বদেশ আবৃত্তি সংগঠনের অর্ধযুগে পদার্পণ উপলক্ষে ‘মুজিব মানে মুক্তি’ শীর্ষক আবৃত্তি, কথামালা, স্বর্ণপদক প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

#

ফয়সল/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৫

**মুজিববর্ষের কর্মসূচিতে শিশু-কিশোরদের সম্পৃক্ত করতে হবে**

* **সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ১ মাঘ (১৫ জানুয়ারি) :

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচিতে শিশু-কিশোরদের সম্পৃক্ত করতে হবে যাতে তারা বঙ্গবন্ধুর দর্শন, চেতনা ও আদর্শ সম্পর্কে জানতে পারে, নিজেদের জীবনে কাজে লাগাতে পারে। এ ব্যাপারে অভিভাবক ও শিক্ষকদের মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ চট্টগ্রামের বন্দর কর্তৃপক্ষ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে সাংস্কৃতিক সংগঠন চট্টল ইয়ুথ কয়ার আয়োজিত মুজিব বর্ষবরণ ও বছরব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

কে এম খালিদ বলেন, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও খেলাধুলা ছাড়া শিক্ষা পূর্ণতা পায় না। প্রকৃত শিক্ষা অর্জনে উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ের সমন্বয় ঘটাতে হবে। শিশুদের মধ্যে জানার আগ্রহ ও কৌতূহল বাড়াতে হবে, তাঁদের স্পৃহা জাগ্রত রাখতে হবে।

চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও চট্টুল ইয়ুথ কয়ারের সভাপতি মফিজুর রহমান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

পরে প্রতিমন্ত্রী চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে অবস্থিত ‘বীরকন্যা প্রীতিলতা ও ওয়াদ্দেদার’ এর ভাস্কর্য পরিদর্শন করেন।

#

ফয়সল/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৬

**মুজিববর্ষ থেকে শুরু হচ্ছে প্রাথমিক স্তরে স্কুল মিল**

রৌমারী (কুড়িগ্রাম), ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি ) :

সরকার মুজিববর্ষ থেকে প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয়গুলোতে মিল চালু করতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন। তিনি বলেন, সারাদেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে দুপুরে রান্না করা খাবার পরিবেশন করা হবে। ইতোমধ্যে জাতীয় মিড-ডে-মিল নীতিমালা ২০১৯ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ, বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, শ্রেণি কক্ষে ধরে রাখা এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে একদিন অন্তর রান্না করা খাবার ও উচ্চ পুষ্টিমানসমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহ স্কুল মিল কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের সময় শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি প্রদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, উচ্চ পুষ্টিমানসমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহসহ বিভিন্ন শিক্ষাবান্ধব কর্মসূচি গ্রহণ করার ফলে ঝরে পড়ার হার ১৮ ভাগের নিচে নেমে এসেছে। বিএনপি-জামাত জোট সরকারের সময় শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার ছিল ৫০ ভাগেরও বেশি। তিনি আরো বলেন, বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী প্রায় শতভাগ কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক-কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়াসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসক সুলতানা পারভীনের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সোহেল আহমেদ এবং ডব্লিউএফপি'র আঞ্চলিক প্রতিনিধি বিথিকা বিশ্বাস অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

পরে শিক্ষার্থীদের মাঝে খিচুড়ি বিতরণের মধ্য দিয়ে প্রতিমন্ত্রী রাজিবপুর ও রৌমারী উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল মিল কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

#

রবীন্দ্র/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১৬৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৫

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে এক কোটি গাছের চারা বিতরণ করা হবে  
 - পরিবেশ ও বনমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ পৌষ (১৩ জানুয়ারি):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণসহ আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে অধিক পরিমাণ বৃক্ষ রোপণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে আগামী ৫ জুন সারাদেশে ৪শ’ ৯২টি উপজেলায় একযোগে ১ কোটি গাছের চারা বিতরণ করা হবে। ফলদ, বনজ ও ঔষধিসহ সকল প্রকার গাছের চারা বিতরণ করা হলেও দেশীয় ফলজ গাছকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। মন্ত্রী এ সময় সুন্দরবন রক্ষাসহ দেশের বনাঞ্চল বৃদ্ধিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেন।

আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাবেক আব্দুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী’র বিদায় এবং নতুন সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসি’র বরণ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, দেশের মানুষকে বিশুদ্ধ পরিবেশ উপহার দিতে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করা হবে। এর অংশ হিসেবে গত একমাসে সারাদেশে সাড়ে তিনশ ইটভাটা ধ্বংস করা হয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশনা মোতাবেক এক বছরের মধ্যে পলিথিন ও একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের ব্যবহার শুন্যের কোটায় নামিয়ে আনতে কাজ করছে সরকার।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার, বনশিল্প কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আহসানুল জব্বার, প্রধান বন সংরক্ষক শফিউল আলম চৌধুরী এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. এ কে এম রফিক আহাম্মদ।

#

দীপংকর/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/আসমা/২০২০/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩২

**কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে Ôসোনার বাংলা আর্ট-ক্যাম্প ২০২০’ শুরু হলো**

কলকাতা (ভারত), ২৭ পৌষ (১১ জানুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাকে উপজীব্য করে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন প্রাঙ্গণে আজ দু’দিনব্যাপী Ôসোনার বাংলা আর্ট ক্যাম্প ২০২০’ শুরু হলো।

এ আর্ট ক্যাম্পে চিত্রকর্ম নিয়ে একটি প্রদর্শনী বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের Ôবাংলাদেশ গ্যালারিতে ১৩-১৭ জানুয়ারি-২০২০’ প্রতিদিন বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত দর্শকদের জন্য খোলা থাকবে। এ চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন হবে আগামী ১২ জানুয়ারি ২০২০ রবিবার বিকেল ৫টায়। উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসানের শুভেচ্ছা বক্তব্যের পর বরেণ্য চিত্রশিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ বলেন, বাঙালি জাতির গর্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলাকে ভিত্তি করে আয়োজিত Ôসোনার বাংলা আর্ট ক্যাম্প -২০২০’ এর গুরুত্ব অত্যধিক এবং আজকে ভারত-বাংলাদেশের শিল্পীদের রং তুলিতে যা ঘটবে এক সময় তা ইতিহাস হয়ে থাকবে।

Ôসোনার বাংলা আর্ট ক্যাম্প-২০২০’ এ বাংলাদেশ ও ভারতের প্রথিতযশা যে চিত্র শিল্পীবৃন্দ ছবি আঁকলেন তাঁরা হলেন- বাংলাদেশের শাহাবুদ্দিন আহমেদ, জামাল আহমেদ, রোকেয়া সুলতানা, আহমেদ শামসুদ্দোহা, শেখ আফজাল হোসেন, সৈয়দ হাসান মাহমুদ, আতিয়া ইসলাম, কনক চাপা চাকমা, আনিসুজ্জামান, শাহজাহান আহমেদ বিকাশ ও দুলালা চন্দ্র গাইন এবং ভারতের গণেশ হালুই, বাদল পাল, ইশা মোহাম্মদ, শ্যামশ্রী বসু, শুভাপ্রসন্ন, ওয়াসিম কাপুর, সোহিনী ধর, মনোজ দত্ত, আদিত্য বসাক, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, চন্দ্র ভট্টাচার্য, ছত্রপতি দত্ত ও অতিন বসাক।

#

মোফাকখারুল/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩১

**জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী**

**উপলক্ষে হাতিরঝিলে বর্ণিল অনুষ্ঠান সম্পন্ন**

ঢাকা, ২৭ পৌষ (১১ জানুয়ারি) :

  অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, সরকারের একটাই লক্ষ্য বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়া। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন হলেই দেশ উন্নত হবে। বঙ্গবন্ধু আমাদের একটা স্বাধীন দেশ দিয়েছেন, আমাদের নিজস্ব পরিচয় দিয়েছেন। দেশের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার সূচনা বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই। তার হাত ধরেই সংবিধান পেয়েছি।

আজ ঢাকায় হাতিরঝিলের এমফিথিয়েটারে অনুষ্ঠিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে  আয়োজিত অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এই  আনন্দ উৎসবের আয়োজন করে  অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)। অনুষ্ঠান থেকে একযোগে বাংলাদেশের সকল উপজেলায় এবং কেন্দ্রীয়ভাবে উৎসব পালন ও বর্ণিল আতশবাজি করা হয়। বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস ও বর্তমান সরকারের  উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরা হয় অনুষ্ঠানে।

অর্থমন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের জীবনে বেদনার দিন একটাই বঙ্গবন্ধুকে হারাতে হয়েছে । বঙ্গবন্ধুর রেখে যাওয়া কাজ সম্পন্ন করতে হবে।  জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হবে। বঙ্গবন্ধুকে আমাদের মধ্যে আজীবন বাঁচিয়ে রাখতে তরুণদের এগিয়ে আসতে হবে।

#

গাজী তৌহিদুল/নাইচ/সঞ্জীব/রশীদ/২০২০/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৫

**মুজিববর্ষের ক্ষণ গণনার উদ্বোধন**

**বছরব্যাপী মুজিব জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান আয়োজনের ঘোষণা রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমার**

নিউইয়র্ক, ১১ জানুয়ারি :

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে জাতিসংঘকে সম্পৃক্ত করে বছরব্যাপী নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে মর্মে ঘোষণা দিলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা।

গতকাল জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উদ্যাপন এবং মুজিববর্ষের ক্ষণ গণনার উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে একথা বলেন রাষ্ট্রদূত।

অনুষ্ঠানের শুরুতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। এরপর জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনা সংক্রান্ত একটি ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। স্থায়ী প্রতিনিধির বক্তব্য শেষে রাজধানী ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষণ গণনা অনুসরণ করে নিউইয়র্কস্থ স্থায়ী মিশনেও জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনার উদ্বোধন করা হয়।

স্থায়ী প্রতিনিধি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ‘১৯৭২ সালে জাতির পিতার স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের এই দিনটি নিছক ফিরে আসা ছিল না, সেটি ছিল স্বাধীনতার পূর্ণতা প্রাপ্তি’। জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের এই শুভদিনে তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনাকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অভিহিত করে তিনি বলেন, ‘জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী বা মুজিববর্ষ শুধু আনুষ্ঠানিকতাই নয়, এটি একটি দর্শন। এই দর্শন আমরা চর্চা করবো, আমার চিন্তায় ও মননে প্রোথিত রাখবো; এই দর্শন ধারণ করে আমরা দেশ ও জাতির উন্নয়নে কাজ করবো’।

স্থায়ী প্রতিনিধির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় মিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং জাতিসংঘের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

স্থায়ী মিশন, নিউইয়র্ক/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২২

**মুজিববর্ষে বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য আধুনিক জব পোর্টাল চালু করা হবে**

**-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক**

ঢাকা, ২৭ পৌষ (১১ জানুয়ারি) :

  তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বলেছেন, বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য আইসিটি বিভাগ হতে মুজিব বর্ষে একটি আধুনিক জব পোর্টাল  চালু করা হবে। এর মাধ্যমে বিশেষভাবে সক্ষম তার যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরির আবেদন করতে পারবেন। অন্যদিকে বিভিন্ন চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান ভিডিও কলের মাধ্যমে দেশের বা বিদেশের যে কোনো স্থান থেকে ইন্টারভিউ গ্রহণ করতে পারবে। এছাড়াও বিশেষভাবে সক্ষমদের সাথে চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ সৃষ্টি হবে ।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় আগারগাঁওস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো মিলনায়তনে ‘প্রতিবন্ধীদের চাকুরি মেলা ২০২০’ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমর্ন্ত্রী বলেন, সরকার বিশেষভাবে সক্ষমদের মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করতে ‘প্রতিবন্ধী সুরক্ষা আইন’ প্রণয়ন-সহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।

  প্রযুক্তির মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন বৈষম্য দূর করা সম্ভব উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের ২৮টি হাইটেক পার্কে ‘ডিজিটাল সার্ভিস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার’ প্রতিষ্ঠা করা হবে। এতে বিশেষভাবে সক্ষমগণ প্রশিক্ষণের জন্য অগ্রাধিকার পাবেন ।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের  সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক কে এম আব্দুস সালাম এবং দেশীয় এনজিও সিএস আইডি এর নির্বাহী পরিচালক খন্দকার জহিরুল আলম ও প্রকল্প পরিচালক এনামুল কবির ।

#

শহিদুল/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২০

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বাণী সংবলিত পোস্টকার্ড পাঠাবে ডাক বিভাগ**

ঢাকা, ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে দেশজুড়ে বিস্তৃত ৯হাজার ৮শত ৮৬টি ডাকঘরের মাধ্যমে চার কোটি পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতের লেখা শুভেচ্ছা বাণী সংবলিত পোস্টকার্ড পাঠাবে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ। এছাড়া ডাক বিভাগে ব্যবহৃত বাণিজ্যিক স্ট্যাম্পগুলো বঙ্গবন্ধুর ছবিযুক্ত হবে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর সমগ্র জীবনের কালানুক্রম অনুসরণ করে ১০০টি ছবিকে আর্টওয়ার্কে রূপান্তরের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। এই উপলক্ষে গোল্ড ফয়েল যুক্ত পোস্টকার্ডও প্রকাশ করা হবে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় জিপিওতে মুজিবশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনায় ডাক বিভাগের ব্যবস্থাপনায় দু’টি ডিজিটাল ডিসপ্লে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা জানান। মন্ত্রী এর আগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনার জাতীয় কর্মসূচির উদ্বোধনের পরবর্তী সময়ে টঙ্গিতে টেলিফোন শিল্পসংস্থা কার্যালয়, গুলশানে টেলিটক সদর দপ্তর এবং ঢাকার পরিবাগে বিটিসিএল সদর দপ্তরে পৃথক পৃথকভাবে ক্ষণগণনার ডিজিটাল ডিসপ্লে উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর ডাকে যুদ্ধে গিয়েছি, দেশ স্বাধীন করেছি। কিন্তু যার অঙ্গুলি হেলনে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে সেই বিজয়ের দিনও তিনি পাকিস্তানের কারাগারে মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে। ৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি দেশে ফিরলেন কিন্তু পরিবারের কাছে না গিয়ে তিনি আসলেন রেসকোর্স ময়দানে জনতার কাছে। স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মাথায় তাকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে দেশকে পাকিস্তানের ভাবধারায় ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা না হলে আরো বিশ বছর আগে বাংলাদেশ সোনার বাংলায় পরিণত হতো। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা আজ তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রজ্ঞাবান নেতৃত্বের ফলে বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও এর অধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা -কর্মচারীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, যার যার অবস্থান থেকে আমরা যদি সঠিকভাবে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করি তবে ডাক বিভাগ, টেলিটক, টেশিস, বিটিসিএল, বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল লিমিটেড-সহ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন প্রতিটি সংস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হবে।

অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব নূর- উর- রহমান এবং ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সুধাংশু শেখর ভদ্র বক্তৃতা করেন। বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মশিয়ুর রহমান, টেলিটক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাহাব উদ্দিন-সহ অধীনস্থ সংস্থাসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

শেফায়েত/মাহমুদ/মোশারফ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৯

**কলকাতায় সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হলো বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালনের ক্ষণ গণনা**

কলকাতা (ভারত), ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন কলকাতায় সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালনের ক্ষণ গণনা।

কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন আজ জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের প্রতীকী বিমান অবতরণের মাধ্যমে শুরু হওয়া জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনা অনুষ্ঠান অনুসরণের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। উপ-হাইকমিশনের ‘বাংলাদেশ গ্যালারি’-তে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ‘মুজিববর্ষের ক্ষণ গণনা’ উদ্বোধন জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে বিটিভি কর্তৃক সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান উপস্থিত দর্শকরা উপভোগ করেন।

এরপর উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসানের সভাপতিত্বে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনা অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী প্রেরিত বাণী পাঠ করেন উপ-হাইকমিশনের প্রথম সচিব (প্রেস) মোঃ মোফাকখারুল ইকবাল ও প্রথম সচিব (রাজনৈতিক) শামীমা ইয়াসমীন স্মৃতি। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা পদকপ্রাপ্ত তৎকালীন আকাশ বাণীর সংবাদকর্মী পঙ্কজ সাহা।

সভাপতির বক্তবে উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিবসটি বাংলাদেশের ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশের ফিরে আসার মধ্যেই নিহিত ছিল স্বাধীনতার পরিপূর্ণতা।

#

মোফাকখারুল/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৭

**ভিয়েতনামে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবাসন দিবস এবং জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনা উদ্‌যাপন**

হ্যানয় (ভিয়েতনাম), ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

আজ ভিয়েতনামের হ্যানয়ে বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণ গণনার উদ্বোধন যথাযোগ্য মর্যাদায় ও উৎসাহ উদ্দীপনায় উদ্‌যাপন করা হয়।

এ উপলক্ষে রাষ্ট্রদূত সামিনা নাজ চ্যান্সারি ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে দিবসটির সূচনা করেন। দূতাবাসের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং প্রবাসী বাংলাদেশিরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণ গণনার উদ্বোধনের মুহুর্তে হ্যানয়স্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা, কর্মচারীরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। দিনটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যগণ, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা-সহ সকল শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

রাষ্ট্রদূত দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বাংলাদেশের ইতিহাসে এ দিবসের তাৎপর্য এবং বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্বের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন।

রাষ্ট্রদূত বলেন, জাতির পিতা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণশক্তি। তাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে বাঙালি জাতি মরণ যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে আনে। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলেও প্রকৃতপক্ষে জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই বিজয়ের পূর্ণতা লাভ করে। বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরসূরি তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গত এক দশকে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ এবং ইতোমধ্যে যে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে, রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে আলোকপাত করেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে রোল মডেল। ২০২১ সালের আগেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে এ-আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে জাতির পিতার ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শণীর আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণ গণনা মুহুর্তের সাথে একযোগে বাংলাদেশ দূতাবাস হ্যানয়ে মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা হয়।

#

রেজা/মাহমুদ/মোশারফ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৬

**ইসলামাবাদে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা উদ্‌যাপিত**

ইসলামাবাদ (পাকিস্তান), ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

ইসলামাবাদস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনার উদ্বোধন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর্যের সাথে পালন করেছে। এ উপলক্ষে হাইকমিশনের চান্সারি ভবনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অন্যান্য অতিথি এতে অংশ নেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন হাইকমিশনার ও হাইকমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। এ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়।

অনুষ্ঠানের আলোচনা পর্বে হাইকমিশনার তারিক আহসান হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকীর ক্ষণগণনার বর্ণাঢ্য উদ্বোধনের সাথে মিল রেখে ইসলামাবাদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসও ক্ষণগণনার প্রতীকী উদ্বোধন করছে। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবাসন দিবস থেকে ক্ষণগণনা শুরু করাটি ইসলামাবাদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের জন্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ; কেননা মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয়ের পর সসম্মানে ইসলামাবাদ থেকেই বঙ্গবন্ধু স্বদেশের উদ্দেশে রওনা হন।

এরপর জাতির পিতা ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি, অগ্রগতি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় এবং জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের উপর ভিত্তি করে নির্মিত একটি প্রামাণ্য ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

#

শহীদুল/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৫

**বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা উপলক্ষে নওগাঁয় বর্ণাঢ্য মোটর শোভাযাত্রা**

নওগাঁ, ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা শুরু উপলক্ষে আজ সকালে নওগাঁয় বর্ণাঢ্য মোটর শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারের নেতৃত্বে নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগ ও জেলা প্রশাসনের যৌথ আয়োজনে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

সকাল ৭:৩০টায় শহরের এটিএম মাঠ থেকে মোটর শোভাযাত্রাটি বের হয়। দুই শতাধিক গাড়ি ও মোটর সাইকেল নিয়ে এ শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন নওগাঁ-১ আসনের সাংসদ ও খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার। এছাড়াও জেলা প্রশাসক হারুন-অর-রশীদ, পুলিশ সুপার আব্দুল মান্নান মিয়া, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জিএম ফারুক হোসেন পাটোয়ারী-সহ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী এবং মুক্তিযোদ্ধারা এ শোভাযাত্রায় অংশ নেন। শোভাযাত্রাটি নওগাঁ শহর থেকে প্রধান সড়ক ধরে বদলগাছী, পত্নীতলা, সাপাহার, পোরশা, নিয়ামতপুর ও মান্দা উপজেলা হয়ে প্রায় ২০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে পুনরায় নওগাঁ শহরে এসে শেষ হয়। শোভাযাত্রাটি যাওয়ার পথে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের স্থানীয় নেতাকর্মী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী-সহ বিভিন্ন স্থরের মানুষ মোড়ে মোড়ে রাস্তার দু’পাশে দাঁড়িয়ে ফুল ছিটিয়ে অভ্যর্থনা জানায়।

শোভাযাত্রাটি যাওয়ার পথে খাদ্যমন্ত্রী নজিপুর পৌরসভার জিরোপয়েন্ট, সাপাহার উপজেলার সদর, পোরশার সারাইগাছী মোড় ও নিয়ামতপুর উপজেলা সদর-সহ বিভিন্ন পথসভায় বক্তব্য রাখেন।

বিকেলে ঢাকায় মুজিববর্ষের ক্ষণগণনার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ নওগাঁ শহরের মুক্তির মোড় অস্থায়ী মঞ্চে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। ঢাকায় মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে নওগাঁয় মুক্তির মোড়ে স্থাপিত ক্ষণগণনার ডিজিটাল ঘড়িটিও চালু করা হয়। পরে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে মুক্তির মোড়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় খাদ্যমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, দেশের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে ত্যাগ-তিতীক্ষা তা আজকের তরুণ প্রজন্মের অনেকেই সঠিকভাবে জানে না। বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা করা যায় না। তাই তরুণ প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে এ আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধা, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, রাজনৈতিক সংগঠনের নেতাকর্মী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং সর্বস্তরের জনগণ অংশগ্রহণ করেন।

#

সুমন/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৬

**জনশুমারি ও গৃহগণনায় নিখুঁত তথ্য দিতে হবে**

**-- পরিকল্পনা মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, জনশুমারি ও গৃহগণনায় পূর্বের চেয়ে আরো নিখুঁত তথ্য জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে। এখানে আপস চলবে না।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর সম্মেলন কক্ষে জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ বিষয়ক এক কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, গণনার কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যারাই গণনার কাজ করবে তাদের কাজগুলো সঠিকভাবে মনিটরিং করতে হবে যাতে এই গণনার কাজে কেউ বাদ না পড়ে।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব সৌরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য দেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস এবং ইউএনএফপিএ'র প্রতিনিধি ড. আশা টেরকেলসন৷

উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম জনশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে দেশের ষষ্ঠ ‘জনশুমারি ও গৃহগণনা’র ক্ষণগণনা (কাউন্ট ডাউন) শুরু হবে আগামী ১৭ মার্চ। দেশব্যাপী জনশুমারির মূল গণনা ২০২১ সালের ২ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে চলবে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত।

#

শাহেদ/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৮৫৫ ঘণ্টা

Handout Number : 93

**Prime Minister’s message on the occasion of countdown of celebration**

**of the birth centenary of Bangabandhu**

Dhaka, 9 January :

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of countdown of celebration of the birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman :

"I extend my greetings to the countrymen on the occasion of launching of the Countdown Programme of the celebration of birth centenary of the greatest Bangalee of all times, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The countdown starts on 10 January-the homecoming day of the Father of the Nation. Through the grand inauguration of the birth centenary of Bangabandhu, the celebrations will commence on 17 March 2020.

On this occasion, I pay my deep homage to the memory of the Father of the Nation. I also recall with profound respect the national four leaders, 3 million martyrs, 200 thousand oppressed women and the valiant freedom fighters, whose supreme sacrifice has brought us independence.

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is the name of a courageous and fearless person. The Bangalis had struggled for ages to liberate themselves from the subjugation and oppression but failed. At last, Bangabandhu emerged as an apostle of freedom under whose leadership the Bangalis achieved independence by breaking the shackle of oppression.

Bangabandhu was born for the wellbeing of the people and freedom of the Bangalies. He fought lifelong against the rulers for establishing the rights of the people and their freedom. He had to spend the best period of his life in the dark cell of the jail. He was even ready to sacrifice his life for the sake of the people. His lifelong aspiration was to acquire political independence along with economic emancipation of the people of the country. Despite achieving political freedom, the assassination of Bangabandhu along with his most of the family members by the defeated enemies of the Liberation War on 15 August 1975 stopped the path of achieving economic emancipation.

Overcoming the various obstacles, we have been working to build a 'Golden Bangladesh' as Bangabandhu dreamt of. We have been taking practical plans and implementing those to turn Bangladesh into a middle income country by 2021 and a developed one by 2041. To meet the aspiration of the people, we will certainly achieve our goals, InshaAllah.

We have declared 17 March 2020 to 17 March 2021 as 'Mujib Year' with a view to upholding the life and works of Bangabandhu to the people, especially to the next generation through this glorious celebration. In my consideration ' Bangabandhu' belongs to all. I hope that the celebration of the birth centenary will come to a success by projecting his life and works through different programmes and initiatives taken by all government, non-government offices, organizations, educational institutions as well as pro-liberation political parties and social-cultural organizations.

On the occasion of the celebration of the birth centenary of Bangabandhu, I hope, the countdown watch and the display devices that will depict the life and works of Bangabandhu, will create huge enthusiasm among the people.

I wish all out success of the programs taken on the occasion of countdown of celebration of the birth centenary of Bangabandhu.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

#

Shakhawat/Parikshit/Zulfiar/Rezzakul/Asma/2020/1330 hours

Handout Number : 92

**President's message on the occasion of countdown of celebration**

**of the birth centenary of Bangabandhu**

Dhaka, 9 January :

President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of countdown of celebration of the birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman :

"10 January is the Homecoming Day of founder of our independence, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. On this day in 1972, Father of the Nation returned to independent and sovereign Bangladesh after 9 months and 14 days of imprisonment in Mianwali Jail in Pakistan. Though we achieved ultimate victory on 16 December in 1971 through armed struggle but the true essence of victory came into being upon returning home of the Father of the Nation. This year birth centenary of the Father of the Nation will be observed throughout the country with due respect. The countdown of the birth anniversary of the Father of the Nation from January 10, 2020 bears great significance in this context.

On the occasion of countdown of the celebration of birth centenary of founder of our independence, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman I extend my heartfelt thanks and best wishes to my fellow countrymen and all the Bangladeshis living abroad. At this auspicious moment I remember with profound respect and gratitude to the greatest Bengalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman at whose call the people from all rank and file joined liberation war. We got independence through nine months-long bloody-war which was fought under the able leadership and direction of Bangabandhu. The celebration of his birth centenary is a glorious event in our national life. I urge the countrymen to come forward to commemorate the birth centenary and the golden jubilee celebrations of our great independence in 2021.

With a view to celebrate the birth centenary throughout the year in home and abroad, the Government has declared March 17, 2020 to March 17, 2021 as 'Mujib Year'. This is an extraordinary opportunity for the nation to pay deep respect and gratitude to Bangabandhu. I believe that through the celebration of Mujib Year, the young generation will be able to know the life and works of Bangabandhu and being inspired by his ideals they will be able to contribute to build Golden Bangla.

I wish all out success of all the programmes taken on the birth anniversary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever."

#

Azad/Parikshit/Zulfikar/Asma/2020/1330 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯১

**বঙ্গবন্ধু শেখ ‍মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা**

**উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ ‍মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের ক্ষণগণনা কর্মসূচির উদ্বোধন উপলক্ষে সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ১০ জানুয়ারি জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন হতে এই ক্ষণগণনা শুরু হবে। আর ১৭ মার্চ ২০২০ বর্ণাঢ্য উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানমালা।

এ উপলক্ষে আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ, ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোন এবং সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাকে, যাঁদের অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা।

বাঙালির জাতীয় ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক সাহসী অগ্নিপুরুষের নাম। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ বাঙালি জাতি যুগে যুগে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে, কিন্তু সফল হতে পারেনি। অবশেষে বিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে মুক্তির দূত হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর নেতৃত্বেই বাঙালি জাতি শেষ পর্যন্ত পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতা লাভ করে।

বঙ্গবন্ধুর জন্ম হয়েছিল মানুষের কল্যাণের জন্য- বাঙালির মুক্তির জন্য। মানুষের অধিকার আদায় ও মুক্তির লক্ষ্যে শাসকদের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন লড়াই করেছেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কেটেছে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। এমনকি জনগণের জন্য জীবন উৎসর্গ করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর আজীবনের আরাধ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করা। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হলেও মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে অর্থনৈতিক মুক্তির পথ রুদ্ধ করে দেয়।

অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে জনগণের রায়ে আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে আমরা কাঙ্খিত লক্ষ্যে উপনীত হবোই, ইনশাআল্লাহ।

জাতির জন্য গৌরবময় এই উদ্‌যাপনে আপামর জনসাধারণ- বিশেষ করে আগামী প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে তুলে ধরতে আমরা ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ১৭ মার্চ ২০২১ সময়কে ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করেছি। আমি মনে করি, ‘বঙ্গবন্ধু’ সকলের। কাজেই সকলের কাছে তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে তুলে ধরতে সরকারি-বেসরকারি সকল দপ্তর, সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল দল ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল করে তুলবে -এ আমার প্রত্যাশা।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে সারাদেশে স্থাপিত ক্ষণগণনার ঘড়ি এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম তুলে ধরতে স্থাপিত ডিসপ্লেগুলো জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে বলে আমি আশা করি।

আমি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১৪২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯০

**বঙ্গবন্ধু শেখ ‍মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে**

**রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ ‍মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“১০ জানুয়ারি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। দীর্ঘ ৯ মাস ১৪ দিন পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালী কারাগারে বন্দিজীবন শেষে ১৯৭২ সালের এই দিনে জাতির পিতা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলেও প্রকৃতপক্ষে জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই এ বিজয় পূর্ণতা লাভ করে। এ বছর জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হবে। এ প্রেক্ষাপটে ১০ জানুয়ারি ২০২০ থেকে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা কর্মসূচি উপলক্ষে আমি দেশবাসী ও প্রবাসে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ শুভক্ষণে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ দেশের আপামর জনসাধারণ মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দিক-নির্দেশনায় দীর্ঘ নয়মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় আমাদের মহান স্বাধীনতা। তাই তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন আমাদের জাতীয় জীবনে এক গৌরবময় অধ্যায়। জন্মশতবার্ষিকীর মাহেন্দ্রক্ষণকে স্মরণীয় রাখতে ও ২০২০ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী যথাযথভাবে উদ্‌যাপনে এগিয়ে আসতে আমি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

বছরজুড়ে দেশ-বিদেশে সাড়ম্বরে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সময়কে ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর প্রতি

আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

হাসান/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১৪৩৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৭

**উদ্বোধন করা হলো মুজিববর্ষ অ্যামেচার গলফ চ্যাম্পিয়নশিপ**

ঢাকা, ২৩ পৌষ (৭ জানুয়ারি) :

কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবে আজ প্রধান অতিথি হিসেবে মুজিববর্ষ অ্যামেচার গলফ চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধন করেছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে ক্রীড়াঙ্গনকে সাজানো হয়েছে নানা বর্ণিল কর্মসূচি দিয়ে। এ বছর আয়োজিত হবে প্রায় ১০০টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট। এরই ধারাবাহিকতায় আজ শুরু হচ্ছে স্বাগতিক বাংলাদেশ-সহ ৮টি দেশ নিয়ে মুজিববর্ষ অ্যামেচার গলফ চ্যাম্পিয়নশিপ।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় অ্যামেচার গলফ চ্যাম্পিয়নশিপকে মুজিববর্ষ হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে।

স্বাগতিক বাংলাদেশ-সহ আটটি দেশের ২০৫ জন গলফার অংশ নিচ্ছেন এই প্রতিযোগিতার। দেশগুলো হচ্ছে- আফগানিস্তান, ইরান, চীন, নেপাল, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা ও ভুটান।

বুধবার থেকে শুরু হওয়া এই টুর্নামেন্টের পর্দা নামবে ১১ জানুয়ারি।

#

আরিফ/নাইচ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২১৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৬

**জয় বাংলা স্লোগানকে তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রীর আহ্বান**

ঢাকা, ২৩ পৌষ (৭ জানুয়ারি) :

জয় বাংলা সেøাগানকে তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে মুক্তিযোদ্ধাদের মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে আহ্বান জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। পাশাপাশি স্বাধীনতা বিরোধীদের কাছ থেকে দেশকে রক্ষা করতে মুক্তিযুদ্ধে স্বপক্ষের শক্তিকে সর্তক থাকারও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

মন্ত্রী আজ কুষ্টিয়ার কুমাখালী উপজেলার বাঁশশগ্রাম আলাউদ্দিন আহমেদ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের রজতজয়ন্তী উদ্যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধকালে জামায়াতে ইসলামি, রাজাকার, আলবদর ও আলশামস সদস্যরা পাকহানাদার বাহিনীর সাথে হাত মিলিয়ে এদেশের মুক্তিকামী মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছে। তারা মা-বোনদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে। তাদের ভূমিকা পাঠ্যপুস্তকে লিপিবদ্ধ করতে হবে। তা না হলে মানুষ ইতিহাস ভুলে যাবে। ভুলে গেলে দেশপ্রেম থাকবে না।

তিনি আরো বলেন, এ বছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে সারাদেশে ১৪ হাজার অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়ি নির্মাণ করে দেওয়া হবে। প্রতিটি বাড়ি নির্মাণে ১৬ লাখ টাকা ব্যয় করা হবে।

উল্লেখ্য এর আগে মন্ত্রী কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় অবস্থিত বংশিতলা স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তর্বক অর্পণ ও দুর্বাচারায় শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ।

#

মারুফ/নাইচ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২১৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৫

**টুঙ্গিপাড়ায় স্কুল মিল কার্যক্রম উদ্বোধন করলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী**

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ), ২৩ পৌষ (৭ জানুয়ারি) :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন আজ টুঙ্গিপাড়ায়  মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে একদিন অন্তর রান্না করা খাবার ও উচ্চ পুষ্টিমান সমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহ  স্কুল মিল কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। ফলে দেশের ১৬টি উপজেলার ২ হাজার ১৬৬টি বিদ্যালয়ের ৪ লাখ ১০ হাজার ২৩৮ জন শিক্ষার্থীরা এ কার্যক্রমের আওতায় আসলো। আগামী ২০২০-২০২১ অর্থবছর থেকে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্কুল ফিডিং প্রকল্পের  আওতায় আনার লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

    গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক শাহিদা সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আকরাম- আল-হোসেন।

    প্রতিমন্ত্রী বলেন, দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্প ২০১০ সালে শুধু গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলায় শুরু হয়। বর্তমানে ১০৪ টি উপজেলায় ২৮ লাখ ৭৫ হাজার শিক্ষার্থীর মাঝে প্রতি স্কুল দিবসে উপস্থিতির ভিত্তিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে দৈনিক ৭৫ গ্রাম  ফর্টিফাইড বিস্কুট কার্যক্রম চলমান আছে।

   প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া রোধ, শ্রেণি কক্ষে শিক্ষার্থীদের ধরে রাখা এবং শিক্ষার মান বাড়াতে দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল মিল  কার্যক্রমটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

  এর আগে প্রতিমন্ত্রী টুঙ্গিপাড়ায় গিমাডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু বুক কর্নার উদ্বোধন করেন।

#

রবীন্দ্রনাথ/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭১

**বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার ট্রাস্টি বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২৩ পৌষ (৭ জানুয়ারি) :

কৃষি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ও অনুকরণীয় অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ সম্মাননা ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার’ আগের ন্যায় ১৪২৪ বঙ্গাব্দের পুরস্কার দেয়া হবে। মোট ২শ’ ৮৫টি আবেদনের মধ্য হতে সর্বশেষ ৪০টি আবেদনের মধ্য হতে ৩২ জন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন করা হয়েছে।

কৃষিমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট্রি বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে আজ ঢাকায় মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার ট্রাস্টি বোর্ডের ৫ম সভায় এসব তথ্য জানানো হয়।

সরকার খাদ্য উৎপাদনের জন্য আধুনিক, উন্নত ও টেকসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহারকে শক্তিশালী করেছে। এছাড়া খাদ্য উৎপাদন খরচ হ্রাস করার জন্য সারের মূল্য একাধিকবার কমানো হয়েছে। কৃষি শতভাগ যান্ত্রিকীকরণ কাজ এগিয়ে চলছে। এর ফলে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্জন করা-সহ ইতিমধ্যে রপ্তানিও করেছে বাংলাদেশ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কৃষি সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সদস্য পরিবশে, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিবৃন্দ এবং বঙ্গবন্ধু চেয়ার এর অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান-সহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

গিয়াস/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৮

**‘মুজিববর্ষ’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বছরব্যাপী কর্মসূচি**

ঢাকা, ২২ পৌষ (৬ জানুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য এক আলোচনা সভা আজ ঢাকায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান এতে সভাপতিত্ব করেন।

মন্ত্রী ‘মুজিববর্ষ’ এর সকল কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস, বঙ্গবন্ধুর অবদান যাতে সকলের নিকট তুলে ধরা যায় সে লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সেই সাথে মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ সংস্থার সকল কর্মকর্তার আন্তরিকতা সহযোগিতা-সহ সংস্থাগুলো যে কর্মসূচি গ্রহণে করে সেগুলো যাতে সারা দেশে যথাযথভাবে ও যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি অধীনস্থ সংস্থার কর্মপরিকল্পনা দ্রুত প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্যও নির্দেশ প্রদান করেন।

‘মুজিববর্ষ’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বছরব্যাপী কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মেসেজ, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু কর্নার তৈরি, সকল অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য সেন্ট্রালি ডিসপ্লের ব্যবস্থা, লাইট এন্ড সাউন্ড শো এর মাধ্যমে পুরো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরা, বঙ্গবন্ধু জীবনী নিয়ে মন্ত্রণালয়ের প্রবেশ পথে বা প্রধান ফটকে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড প্রদর্শন করা। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর ওপর রচনা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক ও মুক্তিযুদ্ধের ছবি প্রদর্শনী, বঙ্গবন্ধু ডাকটিকিট ও মুদ্রা প্র্রদর্শনী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক রচনা, কবিতা আবৃত্তি, দেশাত্মবোধক গান এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আনোয়ার হোসেন, মন্ত্রণালয়াধীন সংস্থা প্রধানগণ এবং প্রকল্প পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

বিবেকানন্দ/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে**

**প্রবেশের জন্য দর্শকদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন শুরু**

ঢাকা, ২১ পৌষ (৫ জানুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সর্বসাধারণের উপস্থিতির সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে গণমাধ্যমকে এ বিষয়ে অবহিত করা হয়।

প্রেস ব্রিফিংয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এবং শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরীর উপস্থিতিতে প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী গণমাধ্যমকে এ বিষয়ে বিস্তারিত অবহিত করেন।

প্রধান সমন্বয়ক উপস্থিত সাংবাদিকবৃন্দকে অবহিত করেন যে, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে এ ঐতিহাসিক মূহুর্তের অংশীদার হতে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রেজিস্ট্রেশনের এই কার্যক্রম আগামীকাল ৬ জানুয়ারি বিকাল ৩টা হতে ৭ জানুয়ারি রাত ১২টা পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে। আসন সংখ্যা খালি থাকা সাপেক্ষে সফলভাবে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্নকারীগণ অনুষ্ঠানে প্রবেশের সুযোগ পাবেন। এ জন্য িি.িবাবহঃ.সঁলরন১০০.মড়া.নফ এই ওয়েবপেইজে সংযোজিত ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন ফরমে আবেদনকারীর নাম, জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর, মোবাইল নম্বর, ইমেইল ঠিকানা যথাযথভাবে পূরণ করে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য, আগামী ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করবেন।

#

নাসরীন/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৯৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫

**সরকারি হাসপাতালে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্বাস্থ্য সহায়তা কেন্দ্র চালু করা হবে**

**--স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ পৌষ (৫ জানুয়ারি) :

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, ‘বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে স্মরণীয় করে রাখতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশের গুরুত্বপূর্ণ সকল হাসপাতালে স্বাস্থ্য ও তথ্য সহায়তা নিশ্চিত করতে আলাদা করে একটি বঙ্গবন্ধু কর্নার নামে ‘হেলপ সেন্টার’ চালু করা হবে। এর পাশাপাশি দেশের সকল সরকারি ক্লিনিক, হাসপাতালে প্রায় ২০ হাজার গাছও লাগানো হবে।’

আজ সচিবালয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত কর্মপরিকল্পনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

সভায় প্রাথমিকভাবে প্রতিটি সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অন্তত একটি করে দীর্ঘজীবী গাছ রোপণ, পরিচ্ছন্ন হাসপাতাল কর্মসূচি গ্রহণ, প্রত্যেক হাসপতালে স্বাস্থ্য সহায়তার জন্য হেলপ ডেস্ক স্থাপন, ঢাকায় ৫টি বড় হাসপাতালে সমন্বিত জরুরি বিভাগ চালুকরণ এবং বিভাগীয় হাসপাতাল ও দেশের বৃহত্তর হাসপাতালগুলোর প্রতিটিতে কিডনি, ডায়ালাইসিস চালু করতে উদ্যোগের ব্যাপারে সভায় একাত্মতা ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি দেশের ৮টি বিভাগে শিশুদের জন্য বিনামূল্যে ইনস্যুলিন প্রদান করার ব্যাপারেও উদ্যোগ নেয়া হবে বলে সভায় জানানো হয়।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মোঃ আসাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ আলী নূর, অতিরিক্ত সচিব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু, মোঃ হাবিবুর রহমান খান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. এ এইচ এম এনায়েত হোসেন-সহ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

#

মাইদুল/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৭৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, চলতি ২০২০ সালের ১৭ মার্চ হতে আগামী ২০২১ সালের ২৬ মার্চ পর্যন্ত সময়কাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী তথা মুজিববর্ষ হিসাবে পালিত হবে। মুজিববর্ষ শুরুর দিনক্ষণ গণনার জন্য আগামী ১০ জানুয়ারি থেকে কাউন্টডাউন শুরু করা হবে। আগামী ৭ মার্চ হতে ২৬ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত একটানা ২০ দিন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে ৮০ ঘণ্টার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হবে। হাতিরঝিল এম্পিথিয়েটার ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মুক্তমঞ্চে দু’টি ভেন্যুতে শিল্পের বিভিন্ন শাখা যথা- সংগীত, নৃত্য, নাটক, আবৃত্তি, চিত্রকলা, যাত্রাপালা প্রভৃতি বিষয়ে ৩৩২টি শো তথা পরিবেশনা থাকবে। তাছাড়া সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে মুজিববর্ষব্যাপী বিস্তারিত সাংস্কৃতিক আয়োজন থাকবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে ছায়ালোক মিডিয়া স্টেশন আয়োজিত মিউজিক্যাল ফিল্ম সোনার বাংলার উদ্বোধনী প্রদর্শনী, জন্মশতবর্ষের অঙ্গীকার বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়ন ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভা এবং গুণিজন সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, যে কোনো জাতির সমস্যা-সংকটে সঠিক পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যান সংস্কৃতিকর্মীরা। বাংলাদেশের মহান ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন-সহ বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে সর্বাগ্রে এগিয়ে এসেছে এ দেশের শিল্পীসমাজ ও সংস্কৃতিকর্মীরা। তিনি আরো বলেন, শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীদের পক্ষ হতে বিশিষ্ট শিল্পী ও সংস্কৃতিজনদের তথা ক্যালচারালি ইম্পরটেন্ট পারসন (সিআইপি) হিসাবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির যে দাবিটি এসেছে সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

#

ফয়সল/নাইচ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২১৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ০৭

**শ্রম ভবনে ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ উদ্বোধন**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

মুজিব বর্ষকে সামনে রেখে শ্রম ভবনে বঙ্গবন্ধু চর্চায় “বঙ্গবন্ধু কর্নার” উদ্বোধন করলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বিজয় নগরে শ্রম ভবনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে প্রধান অতিথি হিসেবে এ কর্নার উদ্বোধন করেন। বঙ্গবন্ধু কর্নারে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন, কর্ম ও আদর্শের ওপর শতাধিক বই, ডকুমেন্টারি, ভিডিও-সহ বিভিন্ন বিষয়ের আড়াই হাজার বইয়ের বিরাট সংগ্রহশালা তৈরি করা হয়েছে।

উদ্বোধনকালে শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর ওপর লিখিত বইগুলো পড়ে বঙ্গবন্ধুকে ভালভাবে জানা এবং তাঁর কর্ম ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারা যাবে। বর্তমান সরকার ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর চেতনা বুকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুকে চর্চার মাধ্যমে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার ২০৪১ সালের উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী প্রজন্মের জন্য ২১০০ সালে বিশ্বের এক নম্বর উন্নত দেশ গড়তে চায়।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রম নিরসনে কাজ করছে সরকার। ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে কোন প্রকার শিশুশ্রম থাকবে না। সকল শ্রমিকের জন্য নিরাপদ ও শোভন কর্মক্ষেত্রর নিশ্চিত করা হবে।

অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী ফিতা কেটে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন করেন এবং মুজিব বর্ষ উদ্‌যাপনের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে কেক কাটেন।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আলী আজম, অতিরিক্ত সচিব মোল্লা জালাল উদ্দিন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক মোঃ জয়নাল আবেদীন, শ্রমিক লীগের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, শ্রমিক নেতা আব্দুস সালাম খান-সহ অধীনস্থ অধিদপ্তরসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ।

#

আকতারুল/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৭৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ০১

**বিদেশে মুজিববর্ষ পালনের নির্দেশনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন গতকাল বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনপ্রধানদের কাছে লেখা এক পত্রে স্বাগতিক দেশের সরকার, সুশীলসমাজ এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণে বিদেশে মুজিববর্ষ পালনের নির্দেশনা দিয়েছেন।

ড. মোমেন বলেন, মুজিববর্ষ পালন আমাদের জন্য শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং এটি আমাদের জাতীয় পরিচয়,  বাঙালি জাতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একক ভূমিকার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের অভাবনীয় সাফল্য আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তুলে ধরার একটি বিরাট সুযোগ করে দিয়েছে মুজিববর্ষ, উল্লেখ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। বিশ্বের সকল দেশেরসরকার, ব্যবসায়ীমহল, সুশীলসমাজ এবং জনগণের কাছে বাংলাদেশের সাফল্যসমূহ তুলে ধরার মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখতে আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখতে বাংলাদেশের বৈদেশিক মিশনসমূহকে নির্দেশনা দেন তিনি।

ড. মোমেন উল্লেখ করেন, চলতি বছরে আমাদের প্রবৃদ্ধি ৮ দশমিক ১৫ শতাংশ এবং অচিরেই বাংলাদেশের গড় প্রবৃদ্ধি ১০ শতাংশের কোটা স্পর্শ করবে। গতদশকে বাংলাদেশের জিডিপি ১৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, মাথাপিছু আয় বেড়েছে সাড়ে তিনগুণ এবং বর্তমানে তা প্রায় ২ হাজার মার্কিন ডলার। বর্তমানে আমাদের জিডিপি ৩০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০০৯ সালে ছিলো ১০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি আয় প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে আজ ৪০ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঊর্ধ্বে। গত দেড়দশকে বিনিয়োগ-জিডিপির শতকরা হার ২৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩১ দশমিক ৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। একই সময়ে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ৭১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য হয়েছে।

#

তৌহিদুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১৫৪৮ ঘণ্টা